শ্রী রাম সাহু (মৃত) মাধ্যমে আইনী উত্তরাধিকারীগণ

বনাম

বিনোদ কুমার রাওয়াত ও অন্যান্য

(দেওয়ানী আপিল নং ৩৬০১, ২০২০ সালের)

০৩ নভেম্বর, ২০২০

[অশোক ভূষণ এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিদ্বয়]

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ – ধারা ১১৪ এবং আদেশ ৪৭, নিয়ম ১ হাইকোর্ট কর্তৃক রায়ের পর্যালোচনা – আপিলকারীদের পূর্বসূরিরা একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছিলেন বিবাদীদের-মূল বিবাদীদের বিরুদ্ধে একটি বাড়ির বিষয়ে মূল বিবাদী নং ৩ কর্তৃক মূল বিবাদী নং ১ ও ২ এর অনুকূলে ২৫.০৩.১৯৯৫ তারিখে সম্পাদিত রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিলকে বাতিল ও অকার্যকর ঘোষণার জন্য এবং বিবাদী নং ১ ও ২ কে বিবাদমান সম্পত্তি অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে হস্তান্তরকরা থেকে বিরত রাখার জন্য স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য – মামলাটি বিচার আদালত কর্তৃক খারিজ করা হয়েছিল – সংক্ষুব্ধ হয়ে, বাদী প্রথম আপিল দায়ের করেন – প্রথম আপিলের বিচারাধীন থাকাকালে, বিবাদী নং ১-বিবাদী নং ১ আপিল খারিজ করার জন্য এবং আপিলকারী-বাদীকে সম্পত্তি খালি করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি আবেদন দায়ের করেন – আপিলকারী-বাদী স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়ে এবং বিবাদী নং ১ ও ২ কে বিবাদমান বাড়ি থেকে বাদীদের জোরপূর্বক দখলচ্যুত করা থেকে বিরত রাখার জন্য ত্রাণের সংশোধনের চেষ্টা করেন – হাইকোর্ট বিলম্ব এবং ত্রুটির কারণে উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দেন, তবে, আপিলকারীদের একটি পৃথক মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন – এরপর, হাইকোর্ট মামলাটি খারিজ করে দেন – তবে, আপিল খারিজ করার সময় হাইকোর্ট বিবাদমান বাড়ির দখলের বিষয়েও মন্তব্য করেন এবং পিডব্লিউ১এবং পিডব্লিউ২ এর সাক্ষ্যের বিশ্লেষণ এবং রেকর্ডে থাকা উপাদান বিবেচনা করে এবং এই বিষয়টি বিবেচনা করে যে আপিলের বিচারাধীনথাকাকালে মূল বিবাদী নং ১ নিজেই বাদীকে বিবাদমান বাড়ির দখল থেকে সরানোর জন্য একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন, যা প্রত্যাহার করা হয়েছিল, হাইকোর্ট বাদীদের বিবাদমান বাড়ির দখলের বিষয়ে মন্তব্য করেন – হাইকোর্টের প্রথম আপিলের রায়ের প্রায় ২ বছর পর, বিবাদী নং ১ ও ২-বিবাদী নং ১ ও ২ রায়ের ২০ অনুচ্ছেদে দখলের বিষয়ে হাইকোর্ট কর্তৃক করা উক্ত মন্তব্যের পর্যালোচনা চেয়েছিলেন

পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করে এবং প্রথম আপিলের ২০১০ সালের ১০.১২ তারিখের রায় ও আদেশের ২০ নম্বর অনুচ্ছেদটি মুছে ফেলার নির্দেশ দেন – এতে ক্ষুব্ধ হয়ে, মূল বাদী সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন – ধার্য: হাইকোর্ট আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে আদালতে অর্পিত এখতিয়ার সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করেছে – ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলি পর্যালোচনা করার জন্য আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে কোনো কারণ তৈরি হয়নি – এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং ২০ নম্বর অনুচ্ছেদ থেকে যেমন স্পষ্ট, হাইকোর্ট রেকর্ডে থাকা প্রমাণের, বিশেষ করে বাদী (পিডব্লিউ১) এবং তার সাক্ষী (পিডব্লিউ২) এর জবানবন্দির মূল্যায়নের ভিত্তিতে ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে বাদীদের দখলের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিল এবং প্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে, হাইকোর্ট দেখতে পায় যে বাদী উক্ত বাড়ির প্রকৃত দখলে রয়েছে – অতএব, যখন বাদীর দখলের বিষয়ে পর্যবেক্ষণগুলি রেকর্ডে থাকা প্রমাণ/উপাদানের মূল্যায়নের ভিত্তিতে করা হয়েছিল, তখন এটি বলা যায় না যে কার্যধারার মুখে একটি স্পষ্ট ত্রুটি ছিল যা আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন ছিল – সুতরাং, হাইকোর্ট পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করে পর্যাপ্ত এবং ন্যায্য কারণ ছাড়াই তার নিজস্ব রায় পর্যালোচনা করতে পারত না।

দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ – ধারা ১১৪ এবং আদেশ ৪৭, নিয়ম ১ – পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা – ধার্য: ধারা ১১৪ দেওয়ানী কার্যবিধি এর সাধারণ পাঠ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধারা ১১৪ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে পুনর্বিবেচনার উক্ত মৌলিক ক্ষমতা পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কোনো পূর্বশর্ত নির্ধারণ করেনি, বা উক্ত ধারা আদালতকে তার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার ক্ষমতা প্রয়োগের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি – তবে, একটি আদেশ আদালত কর্তৃক শুধুমাত্র আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এ উল্লিখিত নির্ধারিত কারণগুলির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা যেতে পারে – পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা একটি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা হিসাবে প্রয়োগ করা যাবে না বা আপিলের ক্ষমতা পুনর্বিবেচনার ক্ষমতার ছদ্মবেশে প্রয়োগ করা যাবে না।

আপিল মঞ্জুর করে আদালত

আদেশঃ ১. পুনর্বিবেচনার পরিধি উপলব্ধি করার জন্য, এই আদালতের ধারা ১১৪ দেওয়ানী কার্যবিধি এর উদ্দেশ্য এবং পরিধি আলোচনা করা উচিত কারণ এটি পুনর্বিবেচনার একটি মৌলিক বিধান যখন একজন ব্যক্তি নিজেকে একটি ডিক্রি বা আদালতের আদেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মনে করেন যার বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি আছে কিন্তু কোনো আপিল দায়ের করা হয়নি বা যেখানে একটি আদেশ এবং ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিলের কোনো বিধান নেই, তখন ডিক্রি বা আদেশের পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারেন

মামলাটি আদালতে হতে পারে, যা আদেশ দিতে বা ডিক্রি পাস করতে পারে। ধারা ১১৪ দেওয়ানী কার্যবিধি-এর সরল পাঠ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধারা ১১৪ দেওয়ানী কার্যবিধি-এর অধীনে পর্যালোচনার উক্ত মূল ক্ষমতা পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কোনো পূর্বশর্ত নির্ধারণ করেনি, বা উক্ত ধারা আদালতকে তার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার ক্ষমতা প্রয়োগের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। তবে, একটি আদেশ আদালত কর্তৃক কেবলমাত্র আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-তে উল্লিখিত নির্ধারিত কারণগুলির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা যেতে পারে, যা উপরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনার আবেদন আপিলের চেয়ে বেশি সীমাবদ্ধ এবং পর্যালোচনার আদালতের সীমিত এখতিয়ার রয়েছে আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-তে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। পর্যালোচনার ক্ষমতা একটি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা হিসাবে প্রয়োগ করা যাবে না, বা আপিলের ক্ষমতা পর্যালোচনার ক্ষমতার ছদ্মবেশে প্রয়োগ করা যাবে না। [অনুচ্ছেদ ৯][৮৯১-ডি-জি]

২. উপরোক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থানের আলোকে বিবেচনা করে, এই আদালত দেখতে পায় যে হাইকোর্ট আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-এর অধীনে আদালতে অর্পিত এখতিয়ার স্পষ্টতই লঙ্ঘন করেছে। ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলি পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-এর অধীনে কোনো কারণ তৈরি হয়নি। এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং ২০ নম্বর অনুচ্ছেদ থেকে যেমন স্পষ্ট, হাইকোর্ট রেকর্ডে থাকা প্রমাণের, বিশেষ করে বাদী (পিডব্লিউ১) এবং তার সাক্ষী পিডব্লিউ২-এর জবানবন্দির মূল্যায়নের ভিত্তিতে ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে বাদীদের দখলের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিল এবং প্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে, হাইকোর্ট দেখতে পায় যে বাদী উক্ত বাড়ির প্রকৃত দখলে রয়েছে। অতএব, যখন বাদীর দখলের বিষয়ে পর্যবেক্ষণগুলি রেকর্ডে থাকা প্রমাণ/উপাদানের মূল্যায়নের ভিত্তিতে করা হয়েছিল, তখন এটি বলা যায় না যে কার্যধারার মুখে একটি স্পষ্ট ত্রুটি ছিল যা আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন ছিল। এই পর্যায়ে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হাইকোর্ট ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে বাদীর দখলে থাকার বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করার সময়ও এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে যে বিবাদী নং ১ এবং ২ - এখানে উত্তরদাতারা নিজেরাই আই.এ. নং ১২৬৭ অফ ২০১২ নামের একটি আবেদন দায়ের করেছিল যা ১৫১ দেওয়ানী কার্যবিধি ধারার অধীনে দায়ের করা হয়েছিল

আপীলের কাছ থেকে বিতর্কিত বাড়ির দখল পাওয়া এবং উক্ত আবেদনটি প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে খারিজ করে দেওয়া হয়। অতএব, হাইকোর্ট এই বিষয়টি লক্ষ্য করে যে, এমনকি বিবাদী নম্বর ১ ও ২ অনুসারেও আবেদনকারীরা বিতর্কিত বাড়ির দখলে ছিলেন। অতএব, বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে, হাইকোর্ট আদেশ ৪৭ বিধি ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-র অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ২০ নং অনুচ্ছেদ মুছে ফেলার ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে ভুল করেছে, বিশেষত এই আদালত দ্বারা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে আইনের স্থির পূর্বনির্ধারণের আলোকে। [অনুচ্ছেদ ১০] [৮৯১-জি-এইচ; ৮৯২-এ-ই]

৩. অন্যান্য ক্ষেত্রেও দখলের বিষয়ে ইস্যু তৈরি না করা কোনো প্রভাব ফেলবে না এবং/অথবা তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অভিযোগপত্রে এবং লিখিত বিবৃতিতে দখলের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আবেদন ছিল। এমনকি পক্ষগণও দখলের বিষয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। মূল বাদী - বর্তমান আপিলকারী তার দখল প্রমাণ করার জন্য সহায়ক নথিপত্রসহ প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন এবং এর উপর বিবাদী-উত্তরদাতারা কোনো জেরা করেননি। বিবাদী-উত্তরদাতারা তাদের দখল প্রমাণ করার জন্য কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করেননি। অতএব, পক্ষগণ প্রতিদ্বন্দ্বী মামলা সম্পর্কে অবগত ছিল। আবেদনপত্র এবং পিডব্লিউ১ এবং পিডব্লিউ২ এর সাক্ষ্যের সামগ্রিক এবং বিস্তারিত পাঠ থেকে, এটি অনিবার্য যে বাদী ইচ্ছাকৃতভাবে, সরাসরি এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে তার আবেদনে দখলের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। উপরে উল্লিখিত হিসাবে এমনকি লিখিত বিবৃতিতে, বিবাদীরাও দখলের বিষয়ে একটি দাবি করেছিল। সুতরাং, কোনো পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বা ইস্যু তৈরি না করার কারণে কার্যধারা বাতিল হয়েছে বলা যায় না। শ্রী গাংগাই বিনায়গার টেম্পল বনাম মীনাক্ষী আম্মাল এবং অন্যান্যদের মামলায় এই আদালত কর্তৃক পর্যবেক্ষণ ও ধার্য করা হয়েছে যে, যদি পক্ষগণ প্রতিদ্বন্দ্বী মামলা সম্পর্কে অবগত থাকে, তবে একটি ব্যাপক প্রমাণ কোনো আপত্তি ছাড়াই রেকর্ড করা হলে আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্যু তৈরি করতে ব্যর্থতা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। এমনকি হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণও সঠিক নয় যে বিচার আদালতের সামনে এবং/অথবা হাইকোর্টের সামনেও দখলের বিষয়ে কোনো ইস্যু ছিল না। উপরে উল্লিখিত হিসাবে আবেদনে

অভিযোগপত্রে এবং এমনকি বিবাদীদের দায়ের করা লিখিত বিবৃতিতে, দখলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ ছিল। এমনকি পক্ষগুলিও দখলের উপর প্রমাণের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

৪. অতএব, বিতর্কিত আদেশে বর্ণিত ভিত্তিতে, হাইকোর্ট পর্যালোচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করে পর্যাপ্ত এবং ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত তার নিজস্ব রায় ও আদেশ পর্যালোচনা করতে পারে না এবং অনুচ্ছেদ ২০-এ করা পর্যবেক্ষণগুলি অধিকারের প্রতি সম্মান দিয়ে মুছে ফেলতে পারে না।

হরিদাস দাস বনাম ঊষা রানী বানিক (শ্রীমতী) এবং অন্যান্য (২০০৬) ৪ এস. সি. সি. ৭৮: [২০০৬] ৩ এস. সি. আর. ৮৭; ইন্দরচাঁদ জৈন বনাম মতিলাল, (২০০৯) ১৪ এস. সি. সি. ৬৬৩: [২০০৯] ১১ এস. সি. আর. ২৫২; হরি বিষ্ণু কামাথ বনাম আহমদ ইশাক এ. ওয়াই. আর. ১৯৫৫ এস. সি. ২৩৩: [১৯৫৫] এস. সি. আর ১১০৪; পাসিয়ান দেবী বনাম সুমিত্রি দেবী (১৯৯৭) ৮ এস. সি. সি. ৭১৫; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম কমল সেনগুপ্ত এবং আনার (২০০৮) ৮ এস. সি. সি. ৬১২: [২০০৮] ১০ এস. সি. আর. ৪-এর উপর নির্ভরশীল।

শ্রী গাংগাই বিনায়গার টেম্পল বনাম মীনাক্ষী আম্মাল (২০১৫) ৩ এসসিসি ৬২৪: [২০১৪] ১২ এসসিআর ৮৪৫; ভুবন সিং বনাম ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লি. (২০০৯) ৫ এসসিসি ১৩৬: [২০০৯] ৪ এসসিআর ১৯৫; সাঈদা আখতার বনাম আব্দুল আহাদ (২০০৩) ৭ এসসিসি ৫২: [২০০৩] ১ সুপ্প. এসসিআর ৬১২; লিলি থমাস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০০০) ৬ এসসি ২২৪: [২০০০] ৩ এসসিআর ১০৮১; মোরান মার বাসেলios ক্যাথলিকোস বনাম মোস্ট রেভ. মার পাউলোস আথানাসিয়াস এআইআর ১৯৫৪ এসসি ৫২৬: [১৯৫৫] এসসিআর ৫২০; প্যাটেল নারশি ঠাকুরশি বনাম প্রদ্যুম্নসিংহজী অর্জুনসিংহজী (১৯৭১) ৩ এসসিসি ৮৪৪; টি.সি. বাসাপ্পা বনাম টি. নাগাপ্পা এআইআর ১৯৫৪ এসসি ৪৪০: [১৯৫৫] এসসিআর ২৫০ – এর উল্লেখ করা হয়েছে। ছাজ্জু রাম বনাম নেকি এআইআর ১৯২২ পিসি ১১২ – এর উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

[২০১৪] ১২ এসসিআর ৮৪৫ উল্লেখিত অনুচ্ছেদ ৩ (vii)

[২০০৯] ৪ এসসিআর ১৯৫ উল্লেখিত অনুচ্ছেদ ৩ (vii)

[২০০৩] ১ সুপ্প. এসসিআর ৬১২ উল্লেখিত অনুচ্ছেদ ৩ (vii)

[২০০৬] ৩ এসসিআর ৮৭ নির্ভর করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৬.১

[২০০০] ৩ এসসিআর ১০৮১ এর উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৬.২

[১৯৫৫] এসসিআর ৫২০ এর উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৬.২

[২০০৯] ১১ এসসিআর ২৫২ এর উপর নির্ভর করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৬.২

(১৯৭১) ৩ এসসিসি ৮৪৪ এর উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৭

[১৯৫৫] এসসিআর ২৫০ এর উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৮

[১৯৫৫] এসসিআর ১১০৪ এর উপর নির্ভর করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৮

[২০০৮] ১০ এসসিআর ৪ এর উপর নির্ভর করা হয়েছে অনুচ্ছেদ ৮.২

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার: দেওয়ানী আপিল নং ৩৬০১, ২০২০ সালের।

মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের গোয়ালিয়র বেঞ্চের ১৪.০৭.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে, রিভিউ পিটিশন নং ৪৬৫ অফ ২০১৫।

এ.কে. শ্রীবাস্তব, প্রবীণ আইনজীবী, অর্জুন গার্গ, মিস শ্রুতিকা গার্গ, পুনীত জৈন, মিস প্রতিভা জৈন, আইনজীবীগণ উপস্থিত পক্ষগুলির জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন **এম. আর. শাহ, বিচারপতি।**

১. অনুমতি মঞ্জুর করা হলো। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের গোয়ালিয়র বেঞ্চ কর্তৃক রিভিউ পিটিশন নং ৪৬৫, ২০১৫ সালের প্রথম আপিল নং ২৪১, ২০০৫-এ ১৪.০৭.২০১৭ তারিখে প্রদত্ত বিরোধিত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে, যে আদেশ দ্বারা হাইকোর্ট এখানে উত্তরদাতা নং ১ এবং ২ - মূল বিবাদী নং ১ এবং ২ কর্তৃক দায়েরকৃত উক্ত রিভিউ পিটিশন মঞ্জুর করেছে এবং প্রথম আপিল নং ২৪১, ২০০৫-এ ১০.১২.২০১৩ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ পর্যালোচনা করেছে এবং উক্ত রায় ও আদেশের ২০ নম্বর অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলি, বিশেষ করে বিবাদমান বাড়ির দখলের বিষয়ে করা পর্যবেক্ষণগুলি মুছে দিয়েছে, যা আপিলকারী - মূল বাদীদের অনুকূলে ছিল, আপিলকারীরা বর্তমান আপিল দায়ের করেছেন।

২. বর্তমান আপিলের সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক ঘটনাগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ: এখানে আপিলকারীদের পূর্বসূরি শ্রী রাম সাহু, মূল বিবাদী নং ৩ কর্তৃক মূল বিবাদী নং ১ এবং ২ এর অনুকূলে সম্পাদিত ২৫.০৩.১৯৯৫ তারিখের রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল ঘোষণার জন্য এখানে উত্তরদাতাদের - মূল বিবাদীদের বিরুদ্ধে সম্মানিত বিচারিক আদালতে দেওয়ানী স্যুট নং ০৪এ, ২০০৫ সালের দায়ের করেন

মূল বিবাদী নং ১ ও ২ এর পক্ষে হাউস নং ২৮/৯৫ (পূর্ববর্তী হাউস নং ৩/১৫৮২), যা সুবে কি পায়গা, জিওয়াজিগঞ্জ, লস্কর-এ অবস্থিত, তাকে বাতিল ও অকার্যকর ঘোষণা করার জন্য এবং বিবাদী নং ১ ও ২ এর বিরুদ্ধে বিবাদমান সম্পত্তি অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা থেকে বিরত রাখার জন্য স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য।

২.১. মূল বাদী শ্রী রাম সাহু ১৯৯৩ সালের ১৯.১০ তারিখে ছিম্মাবাই কর্তৃক তার অনুকূলে সম্পাদিত উইলের ভিত্তিতে বিবাদমান সম্পত্তির মালিকানা দাবি করেছিলেন। মূল বাদী আরও দাবি করেছিলেন যে তিনি ছিম্মাবাইয়ের মৃত্যুর পর পুরো বাড়ির একমাত্র মালিক এবং দখলদার হয়েছিলেন এবং একই ক্ষমতায়; তিনি সেটির নিরবচ্ছিন্ন দখলে রয়েছেন। বিবাদীদের পক্ষ থেকে মামলাটি ছিল যে উক্ত ছিম্মাবাই বিবাদী নং ৩ কে দত্তক নিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে, তিনি ১৯৯২ সালের ১৩.০৫ তারিখে দত্তক দলিল রেজিস্ট্রি করিয়েছিলেন এবং মূল বিবাদী নং ৩ উত্তরদাতা নং ১ ও ২ এর অনুকূলে বিবাদমান সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন। মূল বাদী উক্ত ছিম্মাবাই কর্তৃক বিবাদী নং ৩ এর দত্তক গ্রহণ অস্বীকার করেন। উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে লিখিত বিবৃতি দাখিল করা হয়েছিল। তারা অস্বীকার করেছিল যে বিবাদমান সম্পত্তি যৌথ হিন্দু পরিবারের সম্পত্তি ছিল। বিবাদী নং ১ ও ২ নিজেদেরকে সরল বিশ্বাসে ক্রেতা এবং মোকদ্দমার সম্পত্তির দখলে দাবি করেছিল।

২.২. সম্মানিত বিচার আদালত নিম্নলিখিত ইস্যুগুলি তৈরি করেছিলেন: "১. সুবে কি পায়গা, জিওয়াজিগঞ্জ, লস্কর, গোয়ালিয়র-এ অবস্থিত বিবাদমান হাউস নং ২৮/৯৫ যৌথ হিন্দু পরিবার ঘাসিলাল এবং মাংগালিয়ার আয়ের থেকে কেনা হয়েছিল কিনা? ২. ঘাসিলালের স্ত্রী ছিম্মাবাই ১৯৯৩ সালের ১৯.১০ তারিখে বাদীর অনুকূলে উল্লিখিত বাড়ির উইল সম্পাদন করেছিলেন কিনা? ৩. ঘাসিলাল কর্তৃক ১৯৯২ সালের ১৩.০৫ তারিখে ছিম্মাবাই কর্তৃক রেজিস্ট্রি করানো ১৯৯২ সালের ২৮.০১ তারিখে বিবাদী নং ৩ কে দত্তক নেওয়া হয়েছিল কিনা? ৪. বিবাদমান বাড়ির বিষয়ে ১৯৯৫ সালের ২৫.০৩ তারিখের বিক্রয় দলিল বিবাদী নং ৩ কর্তৃক বিবাদী নং ১ ও ২ এর অনুকূলে কোনো অধিকার ছাড়াই সম্পাদিত হয়েছিল কিনা? ৫. বাদী ১৯৯৫ সালের ২৫.০৩ তারিখের রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিলকে বাতিল ও অকার্যকর ঘোষণা করার অধিকারী কিনা? ৬. বাদী বিবাদী নং ১ ও ২ এর বিরুদ্ধে বিবাদমান বাড়ি বিক্রি না করার জন্য স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার অধিকারী কিনা?

৭. বিবাদী নং ১ ও ২ কি বাদীর কাছ থেকে বিশেষ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী? যদি হ্যাঁ, তবে কতটুকু?

৮. প্রতিকার ও খরচ।"

২.৩. উভয় পক্ষই তাদের নিজ নিজ দাবির সমর্থনে মৌখিক ও তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করেছে।

২.৪. মূল বাদী শ্রী রাম সাহু - বর্তমান আপিলকারী পিডব্লিউ১ হিসেবে পরীক্ষিত হয়েছিলেন। তাকে জেরা করা হয়েছিল (তার সাক্ষ্য নিচে আলোচনা করা হবে)। তিনি তার দাবির সমর্থনে প্রমাণও উপস্থাপন করেছিলেন যে তিনি উক্ত সম্পত্তির দখলে আছেন। বিবাদীদের পক্ষে, বিবাদী নং ১ সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসেছিলেন এবং তার মাধ্যমে; বিবাদীরা তথ্যপ্রমাণও উপস্থাপন করেছিল।

২.৫. প্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে, সম্মানিত বিচার আদালত মামলাটি খারিজ করে দেন। সম্মানিত বিচার আদালত বাদীর পক্ষে মামলাটি অবিশ্বাস করেন - বর্তমান আপিলকারী যে ছিম্মাবাই বাদীর অনুকূলে উইল সম্পাদন করেছেন। সম্মানিত বিচার আদালত রায় দেন যে প্রতিরক্ষা প্রমাণ করেছে যে বিবাদী নং ৩ কে ঘাসিলাল কর্তৃক ২৬.০১.১৯৮৫ তারিখে দত্তক নেওয়া হয়েছিল যা পরে ১৯৯২ সালের ১৩.০৫ তারিখের দত্তক দলিলের মাধ্যমে ছিম্মাবাই কর্তৃক রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল।

২.৬. সম্মানিত বিচার আদালত কর্তৃক মামলা খারিজ করার রায় ও ডিক্রিতে সংক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে, মূল বাদী - বর্তমান আপিলকারী হাইকোর্টে প্রথম আপিল নং ২৪১ অফ ২০০৫ দায়ের করেন। উক্ত আপিলের বিচারাধীন থাকাকালে, এখানে উত্তরদাতা নং ১ সি.পি.সি. এর ধারা ১৫১ এর অধীনে ০৩.০৩.২০১২ তারিখে আপিল খারিজ করার জন্য এবং এখানে আপিলকারীকে মোকদ্দমার সম্পত্তি খালি করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য একটি আবেদন দায়ের করেন। উক্ত আপিলের বিচারাধীন থাকাকালে মূল বাদী - বর্তমান আপিলকারী দেওয়ানী কার্যবিধি এর আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেন যার মাধ্যমে বাদী স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়ে এবং বিবাদী নং ১ ও ২ কে বাদীদের বিবাদমান বাড়ি থেকে জোরপূর্বক দখলচ্যুত করা থেকে বিরত রাখার জন্য ত্রাণের ধারায় সংশোধনের চেষ্টা করেন। তবে, উক্ত আবেদনটি বিলম্ব এবং ত্রুটির কারণে হাইকোর্ট কর্তৃক খারিজ করা হয় (আই.এ. নং ২২৪৪ অফ ২০১২)। তবে, উক্ত আবেদনটি খারিজ করার সময় হাইকোর্ট আপিলকারীদের উক্ত প্রতিকারের জন্য বিবাদীদের বিরুদ্ধে একটি পৃথক মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। এরপর রেকর্ডে থাকা প্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে, হাইকোর্ট মূল বাদী কর্তৃক দায়েরকৃত উক্ত আপিলটি খারিজ করে দেন। তবে, আপিল খারিজ করার সময় হাইকোর্ট বিবাদমান বাড়ির দখলের বিষয়েও মন্তব্য করেন এবং

এরপর প্রথম আপিলে হাইকোর্টের রায়ের প্রায় ২ বছর পর, এখানে উত্তরদাতা নং ১ ও ২ - মূল বিবাদী নং ১ ও ২ হাইকোর্টের কাছে একটি আবেদন দায়ের করেন, যেখানে বিবাদমান বাড়ির দখল সংক্রান্ত রায়ের ২০ অনুচ্ছেদের পর্যবেক্ষণগুলি পর্যালোচনা করার আবেদন জানানো হয়। এই আবেদনের বিরোধিতা করেন এখানে আপিলকারীরা। তবে, বিরোধিত আদেশ দ্বারা, হাইকোর্ট পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করে এবং প্রথম আপিল নং ২৪১ অফ ২০০৫-এ ২০১০ সালের ১০.১২ তারিখের রায় ও আদেশের ২০ অনুচ্ছেদটি মুছে ফেলার নির্দেশ দেয়, এই পর্যবেক্ষণ করে যে বিবাদমান সম্পত্তির দখলের বিষয়ে দখলের প্রশ্নটি সম্মানিত বিচার আদালত বা প্রথম আপিল আদালতের সামনে উত্থাপিত হয়নি এবং এমনকি দখলের বিষয়ে সম্মানিত বিচার আদালত কর্তৃক কোনো ইস্যুও তৈরি করা হয়নি।

২.৮. পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করে এবং প্রথম আপিল নং ২৪১ অফ ২০০৫-এ ২০১০ সালের ১০.১২ তারিখের রায় ও আদেশের ২০ অনুচ্ছেদটি মুছে ফেলার হাইকোর্টের বিরোধিত আদেশে সংক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে, মূল বাদীরা বর্তমান আপিল দায়ের করেছেন।

৩. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত সম্মানিত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী এ.কে. শ্রীবাস্তব, পুনর্বিবেচনার আবেদনে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিরোধিত আদেশকে আক্রমণ করে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি পেশ করেছেন।

(i) বিরোধিত আদেশ পাস করার সময়, হাইকোর্ট তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে, পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময় এবং আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-এর অধীনে পুনর্বিবেচনার এখতিয়ারের পরিধি ও সীমার বাইরে কাজ করেছে;

(ii) পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, হাইকোর্টের উচিত ছিল না দখলের বিষয়ে দেওয়া সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বাতিল করা, যে সিদ্ধান্তটি সম্মানিত বিচার আদালতের সামনে থাকা প্রমাণের মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে ছিল;

(iii) হাইকোর্ট তার পর্যালোচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করে প্রথম আপিল নং ২৪১/২০০৫-এ গৃহীত চূড়ান্ত রায় এবং তারিখের ১০.১২.২০১৩-এর ২০ নং অনুচ্ছেদ মুছে ফেলার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর ত্রুটি করেছে, যেমন, রেকর্ডের মুখে কোনও ত্রুটি স্পষ্ট ছিল না, যা সংশোধন করা প্রয়োজন ছিল;

(iv) কেবলমাত্র যেহেতু দখল সম্পর্কিত নির্দিষ্ট বিষয়টি বিদ্বান বিচার আদালত দ্বারা তৈরি করা হয়নি, তাই হাইকোর্টের সিদ্ধান্তটি বাতিল করার ভিত্তি হতে পারে না, যখন দখল সম্পর্কিত এই ধরনের সিদ্ধান্তটি যোগ্যতার ভিত্তিতে এবং বিদ্বান বিচার আদালতের সামনে প্রমাণের প্রশংসার ভিত্তিতে ছিল;

(v) এইভাবে, হাইকোর্ট আরেকটি মামলায় প্রণীত বিষয়গুলি বিবেচনা করার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর ভুল করেছে, যা হল সিভিল স্যুট নং ৩-এ/২০০৫, যা হাউস নং ৩-এ সম্পর্কিত ছিল। ২৮/৯৫৬ এবং যেখানে পক্ষগুলিও আলাদা ছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে হাইকোর্ট দেওয়ানী স্যুট নং ৩-এ/২০০৫-এ প্রণীত বিষয়গুলি বিবেচনা করার সময় নিজেকে ভুল নির্দেশ দিয়েছে, হাউস নং ২৮/৯৫৬ সম্পর্কিত এবং সিভিল স্যুট নং ৪-এ/২০০৫-এ প্রণীত বিষয়গুলি বিবেচনা না করে;

(vi) হাইকোর্টের উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে দখলের বিষয়টি লর্ড ট্রায়াল কোর্টের সামনে ব্যাপক ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে, পক্ষগুলিও দখলের বিষয়ে প্রমাণের নেতৃত্ব দিয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে হাইকোর্টের উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে বাদী এবং বাদীর সাক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট বক্তব্য ছিল যে তিনি মামলা সম্পত্তির দখলে রয়েছেন, অর্থাৎ, হাউস নং, ২৮/৯৫:

(vii) আসামীরা দখলের বিষয়ে কোনও প্রমাণ পেশ করেনি। সুতরাং এটি জমা দেওয়া হয় যে যখন দখলে রাখার বিষয়ে বাদী নির্দিষ্ট অভিযোগ এবং যুক্তি ছিল, এবং এমনকি বাদীও বিশেষভাবে দখলের বিষয়ে প্রমাণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তখন দখলের বিষয়ে নির্দিষ্ট সমস্যাটি তৈরি না করা হাইকোর্টের রেকর্ড করা অনুসন্ধানকে কলুষিত করবে না, যা 'রেকর্ডে থাকা উপাদান'-এর প্রশংসার ভিত্তিতে ছিল। তার জমা দেওয়ার সমর্থনে, আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী এই আদালতের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করেছেন, শ্রী গঙ্গাই বিনয়গর মন্দির বনাম মীনাক্ষী আম্মাল (২০১৫) ৩ এসসিসি ৬২৪; ভুবন সিং বনাম ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (২০০৯) ৫ এস. সি. সি ১৩৬; এবং সায়েদা আখতার বনাম আব্দুল আহাদ (২০০৩) ৭ এস. সি. সি ৫২। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে সমস্ত পক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী মামলাগুলি সম্পর্কে অবগত ছিল এবং দখল সম্পর্কিত বিষয়টি উপস্থিত ছিল এবং এমনকি বাদীরাও দখলের উপর প্রমাণের নেতৃত্ব দিয়েছিল,

দখল সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট ইস্যু গুরুত্বহীন হবে। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, অতএব হাইকোর্ট প্রথম আপিল নং ২৪১/২০০৫-এ ১০.১২.২০১৩ তারিখের চূড়ান্ত রায় ও আদেশের ২০ অনুচ্ছেদটি দখল সংক্রান্ত বিষয়ে মূলত এই যুক্তিতে মুছে ফেলার ক্ষেত্রে একটি গুরুতর ভুল করেছে যে, সম্মানিত বিচারিক আদালত কর্তৃক দখল সংক্রান্ত কোনো ইস্যু তৈরি করা হয়নি;

৩.১. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত সম্মানিত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আমাদের অভিযোগপত্রে এবং লিখিত বিবৃতিতে দখল সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আবেদনগুলির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী আমাদের বাদী – শ্রী রাম সাহুর সাক্ষ্য, এবং বাদীর পক্ষে পরীক্ষিত জে.কে. শর্মা-এর সাক্ষ্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সম্মানিত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আরও দাখিল করেছেন যে, বাদীর দখলের বিষয়ে বিবাদীদের কোনো জেরা ছিল না। সম্মানিত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ২০০২ সালের ১৯.০৩ তারিখের আবেদন এবং হলফনামার উপরও জোর দিয়েছেন যেখানে উত্তরদাতারা দেওয়ানী কার্যবিধি-এর ১৫১ ধারার অধীনে দায়েরকৃত একটি আবেদনে সুনির্দিষ্টভাবে আপিলকারীদেরকে মোকদ্দমার সম্পত্তি খালি করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, অতএব, প্রকৃতপক্ষে, উত্তরদাতারা আপিলকারীদের দখল স্বীকার করেছেন। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, কেবল তাই নয়, কিন্তু পরবর্তীতে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে, উত্তরদাতারা দখল, ক্ষতিপূরণ এবং মেসনে লাভের ডিক্রির জন্য আপিলকারীদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, অতএব, এখানে উত্তরদাতারা মোকদ্দমার সম্পত্তিতে আপিলকারীদের দখল সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকার করেছেন;

৩.২. আরও দাখিল করা হয়েছে যে, হাইকোর্টের উচিত ছিল এটি উপলব্ধি করা যে পুনর্বিবেচনার আবেদনটি একটি খারাপ উদ্দেশ্যে দায়ের করা হয়েছিল, ধারা ৩৪০ এর সাথে ধারা ১৯৫ সিআরপিসি এর অধীনে কার্যধারা এবং সম্মানিত ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ দ্বারা এখানে উত্তরদাতা নং ১ এবং ২ এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আইপিসি এর ধারা ১৯৩, ৪৬৫, ৪৭১ এবং ১২০-বি এর অধীনে মামলা দায়ের করার নির্দেশ দ্বারা, তারিখ ০৬.০২.২০১৬;

৩.৩. আরও দাখিল করা হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে, আপিলকারীরা হাইকোর্টের কাছে আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ দেওয়ানী কার্যবিধি (আইএ নং ২২৪৪/২০১২) এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন, যাতে বাদীর পক্ষে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি মঞ্জুরের জন্য একটি প্রতিকার যোগ করে অভিযোগপত্র সংশোধন করা যায়, যা উত্তরদাতাদের-বিবাদীদেরকে তাদের জোরপূর্বক দখলচ্যুত না করার জন্য নিষেধ করে। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, উক্ত আবেদনের বিরোধিতা করেছিল এখানে উত্তরদাতারা এই যুক্তি দিয়ে যে তারা মোকদ্দমার বিচারাধীন থাকাকালে আপিলকারীদের দখলচ্যুত করার হুমকি দিচ্ছে না। অতএব, হাইকোর্ট আদেশ ৬

নিয়ম ১৭ দেওয়ানী কার্যবিধি আপিলকারীদের অনুকূলে উল্লিখিত প্রতিকারের জন্য একটি পৃথক মামলা দায়ের করার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, অতএব, দখল সংক্রান্ত বিষয়টি হাইকোর্টের সামনেও ব্যাপক ছিল;

৩.৪. আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত সম্মানিত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ধারা ৩৪০ এর সাথে ধারা ১৯৫ সিআরপিসি এর অধীনে দায়েরকৃত একটি আবেদনের উপর সম্মানিত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের উপরও জোর দিয়েছেন, যেখানে সম্মানিত ম্যাজিস্ট্রেট উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়েরকৃত ২০০২ সালের ১৯.০৩ তারিখের হলফনামাটি এবং ২০১০ সালের ১০.১২ তারিখের রায় ও আদেশের ২০ অনুচ্ছেদে দখল সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তটি নোট করেছেন। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, উত্তরদাতাদের দ্বারা তাদের দখল দেখানোর জন্য নথি জাল/তৈরি/মনগড়া করার বিষয়ে সম্মানিত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র তারপরই সম্মানিত ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ৩৪০ সিআরপিসি এর বিধানাবলীর অধীনে আইপিসি এর ধারা ১৯৩, ৪৬৫, ৪৭১ এবং ১২০-বি এর অধীনে উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছেন;

৩.৫. এটি দাখিল করা হয়েছে যে, এমনকি পরবর্তীতে এখানে বিবাদী-উত্তরদাতাদের দ্বারা ২০১৭ সালে দায়েরকৃত মামলাটি হাইকোর্ট কর্তৃক তামাদির কারণে খারিজ করা হয়েছে এবং আদেশ ৭ নিয়ম ১১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে;

৩.৬. উপরোক্ত দাখিলগুলি করে এবং উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর নির্ভর করে, বর্তমান আপিল মঞ্জুর করার প্রার্থনা করা হয়েছে।

৪. উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত সম্মানিত আইনজীবী শ্রী পুনিত জৈন, বর্তমান আপিলের বিরোধিতা করে এবং হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিরোধিত আদেশকে সমর্থন করে দৃঢ়ভাবে দাখিল করেছেন যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট প্রথম আপিল নং ২৪১ অফ ২০০৫-এ ২০১০ সালের ১০.১২ তারিখের রায় ও আদেশের ২০ অনুচ্ছেদটি পুনর্বিবেচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করে মুছে ফেলার ক্ষেত্রে কোনো ভুল করেনি।

৪.১. এটি দাখিল করা হয়েছে যে, মূল বাদী ১৯৯৫ সালের ২৫.০৩ তারিখের বিক্রয় দলিল বাতিল করার জন্য এবং বিবাদী নং ১ ও ২ (এখানে উত্তরদাতারা) সম্পত্তিটি অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করবে না এই মর্মে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য মামলা দায়ের করেছিলেন। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, যেহেতু দখলচ্যুত করার জন্য কোনো নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়নি এবং শুধুমাত্র আরও হস্তান্তরের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছিল তাই দখল সংক্রান্ত কোনো ইস্যু তৈরি করা হয়নি। এটি দাখিল করা হয়েছে যে, অতএব, সম্পত্তির দখল সংক্রান্ত সম্মানিত বিচার আদালত কর্তৃক কোনো সুনির্দিষ্ট ইস্যু তৈরি না করার কারণে এবং যখন মামলাটি খারিজ করা হয়েছিল এবং এমনকি তারপরেও আপিলটিও

খারিজ হয়ে গিয়েছিল, হাইকোর্টের দখলের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করার কোনো কারণ এবং/অথবা সুযোগ ছিল না এবং তাই হাইকোর্ট দখলের বিষয়ে ২০ অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলি সঠিকভাবে মুছে দিয়েছে। দাখিল করা হয়েছে যে শ্রী ঘিসা লাল সাহুর জীবদ্দশায় তিনি সম্পত্তির দখলে ছিলেন। তার মৃত্যুর পর, তার স্ত্রী শ্রীমতি ছিম্মাবাই সম্পত্তির দখলে আসেন। তিনি দখলে থাকতে থাকেন এবং তার পর, দত্তক পুত্র - দিলীপ কুমার সাহু দখলে আসেন। শ্রী দিলীপ কুমার সাহুর দত্তক গ্রহণের বিষয়টি স্যুট নং ৪এ অফ ২০০১-এ মোকদ্দমার বিষয় ছিল, যেখানে উক্ত দত্তক এবং ১৯৯২ সালের ১৩.০৫ তারিখের দত্তক দলিলকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। উক্ত মোকদ্দমাটি ২০০৯ সালের ০৭.০৯ তারিখের আদেশ দ্বারা এসএ নং ৩১৫ অফ ২০০৫-এ হাইকোর্ট কর্তৃক চূড়ান্তভাবে খারিজ করা হয়েছিল। ১৯৯৩ সালের ১৯.১০ তারিখের আবেদনকারী কর্তৃক স্থাপিত উইলটিও দিলীপ কুমার সাহু কর্তৃক দায়েরকৃত স্যুট নং ৪৫এ অফ ২০০৩-এর বিষয় ছিল। উক্ত মোকদ্দমাটি ২০০৯ সালের ০৭.০৯ তারিখের রায় দ্বারা এসএ নং ৯৪৬ অফ ২০০৫-এ ডিক্রি করা হয়েছিল। সম্পত্তির কিছু অংশ ভাড়াটিয়াদের দখলে ছিল - (১) ওম বাবু সাক্সেনা এবং (২) কাশ্মীর সিং যাদব। শ্রী দিলীপ কুমার সাহু ১৯৯৫ সালের ৩০.০১ তারিখে তাদের সাথে আপস করে উক্ত ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে দখল পান। শ্রী দিলীপ কুমার সাহু ১৯৯৫ সালের ২৫.০৩ তারিখে উত্তরদাতাদের অনুকূলে বিক্রয় দলিল সম্পাদন করেন। উক্ত বিক্রয়ের অধীনে, সম্পত্তির দখল উত্তরদাতাদের দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী অপর এক ভাড়াটিয়া - প্রবেশ সিং যাদবের কাছ থেকে ২০১৪ সালের ১৮.১০ তারিখের রায় ও ডিক্রির পর সম্পত্তির অন্য একটি অংশের দখল পেয়েছিলেন। আবেদনকারী কীভাবে, কী ক্ষমতায় এবং কখন সম্পত্তির দখল পেয়েছিলেন, তা গঠনমূলক বা অন্যথায় দেখাননি।

৪.২. উত্তরদাতাদের দ্বারা দায়েরকৃত আই.এ. নং ১২৬৭ অফ ২০১২-এর ০২.১২.২০১৩ তারিখের আবেদনটি প্রত্যাহারের বিষয়ে, দাখিল করা হয়েছে যে উক্ত আবেদনটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল কারণ (১) বাদীদের দ্বারা শুরু করা একটি মামলা থেকে উদ্ভূত কোনো প্রতিকার দাবি করা যেত না এবং (২) উপরন্তু, আবেদনকারীর বিচ্ছিন্ন স্ত্রী - শ্রীমতি শীলা সাহুর দখলে থাকা সম্পত্তির অংশ, যিনি উক্ত কার্যধারার পক্ষ ছিলেন না।

৪.৩. এটিও দাখিল করা হয়েছে যে, আবেদনকারী কর্তৃক আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা ধারা সংশোধন করার জন্য দায়েরকৃত আবেদনটিও হাইকোর্ট কর্তৃক খারিজ করা হয়েছিল, যদিও একটি পৃথক মামলা দায়ের করার অনুমতি সহ, কিন্তু আবেদনকারীরা উল্লিখিত প্রতিকারগুলির জন্য কোনো তাৎক্ষণিক মামলা দায়ের করেননি।

বিরোধিত আদেশ দ্বারা হাইকোর্ট ধারা ১১৪ এর সাথে আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করেছে এবং প্রথম আপিল নং ২৪১ অফ ২০০৫-এ ২০১০ সালের ১০.১২ তারিখের রায় ও আদেশটি পর্যালোচনা করেছে, যেটুকু বিবাদমান সম্পত্তির দখল সংক্রান্ত ২০ অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলি, যা আপিলকারী - মূল বাদীদের অনুকূলে ছিল, মুছে ফেলার বিষয়ে। হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত বিরোধিত আদেশ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাইকোর্ট বাদীদের দখল সংক্রান্ত ২০ অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলি মূলত/একমাত্র এই যুক্তিতে মুছে দিয়েছে যে, দখলের ইস্যুটি সম্মানিত বিচার আদালত বা প্রথম আপিল আদালতের সামনে ছিল না এবং সম্মানিত বিচার আদালত কর্তৃক দখল সংক্রান্ত কোনো ইস্যু তৈরি করা হয়নি। অতএব, এই আদালতের সামনে বিবেচনার জন্য যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হলো, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট উল্লিখিত কারণগুলির ভিত্তিতে ধারা ১১৪ এর সাথে আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করতে ন্যায্য ছিল কিনা?

৬. উল্লিখিত প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময়, ধারা ১১৪ এর সাথে আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে আদালতের ক্ষমতার পরিধি ও ব্যাপ্তি বিবেচনা করা প্রয়োজন এবং এর জন্য এই আদালতের কয়েকটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

৬.১. হরিদাস দাস বনাম ঊষা রানী বণিক (শ্রীমতী) এবং অন্যান্য, (২০০৬) ৪ এসসিসি ৭৮ মামলায় ধারা ১১৪ দেওয়ানী কার্যবিধি এর সাথে আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর পরিধি ও ব্যাপ্তি বিবেচনা করার সময় অনুচ্ছেদ ১৪ থেকে ১৮ তে নিম্নলিখিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও ধার্য করা হয়েছে:

"১৪. মীরা ভানজা বনাম নির্মলা কুমারী চৌধুরী, (১৯৯৫) ১ এসসিসি ১৭০ মামলায় ধার্য করা হয়েছিল যে:

"৮. এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে পুনর্বিবেচনার কার্যধারা আপিলের মাধ্যমে হয় না এবং আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর পরিধি ও ব্যাপ্তির মধ্যে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ এর অধীনে আদালতের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে, মোকাবেলা করার সময়।

সিঙ্গাপুরে হাইকোর্টের একই ধরনের এখতিয়ারের সাথে, সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আদেশগুলি পর্যালোচনা করতে চাইলে, এই আদালত, আরিবাম তুলেশ্বর শর্মা বনাম আরিবাম পিশাক শর্মা, (১৯৭৯) ৪ এসসিসি ৩৮৯-এ চিন্নাপ্পা রেড্ডি, জে. এর মাধ্যমে কথা বলতে গিয়ে নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণগুলি করেছেন:

'এটা সত্যি যে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদে এমন কিছু নেই যা হাইকোর্টকে পর্যালোচনা ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে বিরত রাখে, যা প্রতিটি পূর্ণ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা যা ন্যায়বিচারের বিচ্যুতি রোধ করতে বা এর দ্বারা সংঘটিত গুরুতর এবং সুস্পষ্ট ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে পারে। কিন্তু, পর্যালোচনা ক্ষমতা প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কারের উপর পর্যালোচনা ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা যথাযথ পরিশ্রমের পরেও পর্যালোচনা চাওয়া ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা যখন আদেশ দেওয়া হয়েছিল তখন তার দ্বারা উত্পাদিত হতে পারেনি; এটি রেকর্ডপত্রের মুখে কোনো ভুল বা সুস্পষ্ট ত্রুটি পাওয়া গেলে প্রয়োগ করা যেতে পারে; এটি অন্য কোনো অনুরূপ কারণেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু, এই যুক্তিতে এটি প্রয়োগ করা যাবে না যে সিদ্ধান্তটি গুণাগুণের ভিত্তিতে ভুল ছিল। সেটি একটি আপিল আদালতের এখতিয়ার হবে। একটি পর্যালোচনা ক্ষমতাকে আপিল ক্ষমতার সাথে বিভ্রান্ত করা উচিত নয়, যা একটি আপিল আদালতকে নিম্ন আদালত কর্তৃক সংঘটিত সকল প্রকারের ত্রুটি সংশোধন করতে সক্ষম করতে পারে।'

১৫. আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ এর একটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে একটি রায় বা আদেশ পর্যালোচনা চাওয়া যেতে পারে: (ক) নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কার থেকে যা যথাযথ পরিশ্রমের পরেও আবেদনকারীর জ্ঞানের মধ্যে ছিল না; (খ) এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণ ডিক্রি পাস হওয়ার বা আদেশ তৈরি হওয়ার সময় আবেদনকারী দ্বারা উত্পাদিত হতে পারেনি; এবং (গ) রেকর্ডপত্রের মুখে কোনো ভুল বা সুস্পষ্ট ত্রুটির কারণে বা অন্য কোনো পর্যাপ্ত কারণে।

১৬. আরিবাম তুলেশ্বর শর্মা বনাম আরিবাম পিশাক শর্মা, এআইআর ১৯৭৯ এসসি ১০৪৭ মামলায়, এই আদালত ধার্য করেছিল যে পর্যালোচনা ক্ষমতা প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। সেই মামলায়, কোডের ধারা ১৫১ এর সাথে পঠিত আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল যা মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং জুডিশিয়াল কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ বাতিল করা হয়েছিল এবং রিট পিটিশন খারিজ করা হয়েছিল। এই আদালতে একটি আপিলে নিম্নলিখিতভাবে ধার্য করা হয়েছিল: (এসসিসি পৃ. ৩৯০, অনুচ্ছেদ ৩)

"এটি সত্য যে এই আদালত শিবদেও সিং বনাম পঞ্জাব রাজ্য, এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ১৯০৯-এ পর্যবেক্ষণ করেছে যে সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদে কোনও হাইকোর্টকে পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধা দেওয়ার মতো কিছুই নেই যা ন্যায়বিচারের গর্ভপাত রোধ করতে বা তার দ্বারা সংঘটিত গুরুতর এবং সুস্পষ্ট ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ারের প্রতিটি আদালতে রয়েছে। তবে, পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কারের উপর, যা যথাযথ অধ্যবসায়ের প্রয়োগের পরে পুনর্বিবেচনার আবেদনকারী ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা যখন আদেশ দেওয়া হয়েছিল তখন তার দ্বারা উপস্থাপিত হতে পারে না; এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে রেকর্ডের মুখে কোনও ভুল বা ত্রুটি স্পষ্ট দেখা যায়; এটি কোনও অনুরূপ ভিত্তিতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে, এটি এই ভিত্তিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে না যে সিদ্ধান্তটি যোগ্যতার ভিত্তিতে ভুল ছিল। এটি আপিল আদালতের প্রদেশ হবে। পর্যালোচনার ক্ষমতাকে আপিল ক্ষমতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না যা একটি আপিল আদালতকে অধস্তন আদালত কর্তৃক কৃত সমস্ত ধরনের ত্রুটি সংশোধন করতে সক্ষম করতে পারে।

১৭. মীরা ভাঞ্জার ক্ষেত্রে আরিবাম মামলার রায় অনুসরণ করা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে, এটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে যে পর্যালোচনার এখতিয়ার অর্জনের জন্য রেকর্ডের মুখে একটি স্পষ্ট ত্রুটি অবশ্যই এমন একটি ত্রুটি হতে হবে যা কেবল রেকর্ডটি দেখার উপর আঘাত করতে পারে এবং যুক্তির কোনও দীর্ঘ টানা প্রক্রিয়া প্রয়োজন হবে না। সত্যনারায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ হেগড়ে বনাম মিলিকারজুন ভাবনাপ্পা তিরুমালে, এ. আই. আর ১৯৬০ এস. সি ১৩৭-এ রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটির সাথে সম্পর্কিত নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণগুলিও উল্লেখ করা হয়েছিলঃ

"একটি ত্রুটি যা অনুমানযোগ্যভাবে দুটি মতামত থাকতে পারে এমন পয়েন্টগুলির উপর যুক্তির দীর্ঘ-টানা প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে তা রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটি হিসাবে বলা যায় না। যেখানে একটি অভিযুক্ত ত্রুটি স্ব-স্পষ্ট থেকে অনেক দূরে এবং যদি এটি প্রতিষ্ঠিত করা যায় তবে এটি দীর্ঘ এবং জটিল যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এই ধরনের ত্রুটি উচ্চতর আদালতের এই ধরনের রিট জারি করার ক্ষমতা পরিচালনাকারী নিয়ম অনুসারে শংসাপত্রের রিট দ্বারা নিরাময় করা যায় না।"

১৮. পার্সিওন দেবী বনাম সুমিত্রি দেবী, (১৯৯৭) ৮ এস. সি. সি. ৭১৫ মামলায় এই আদালতের পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করাও প্রাসঙ্গিক। এর উপর নির্ভর করে

আরিবাম এবং মীরা ভাঞ্জার রায়গুলি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিলঃ

৯. আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-র অধীনে একটি রায় পুনর্বিবেচনার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে যদি রেকর্ডের মুখে কোনও ভুল বা ত্রুটি স্পষ্ট হয়। একটি ত্রুটি যা স্ব-স্পষ্ট নয় এবং যুক্তির প্রক্রিয়া দ্বারা সনাক্ত করতে হয়, রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটি বলা যায় না যা আদালতকে আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-র অধীনে তার পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার ন্যায্যতা দেয়। আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-র অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তের জন্য 'পুনর্বিবেচনা এবং সংশোধন' করার অনুমতি নেই।একটি পর্যালোচনা পিটিশন, এটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এর একটি সীমিত উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এটি 'ছদ্মবেশে আপিল' হওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না।

৬.২. লিলি থমাস বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া, (২০০০) ৬ এসসি ২২৪-এর ক্ষেত্রে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে পর্যালোচনার ক্ষমতা কোনও ভুল সংশোধনের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে তবে কোনও দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প হিসাবে নয়। এই ধরনের ক্ষমতা ক্ষমতার প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত সংবিধির সীমার মধ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

উক্ত সিদ্ধান্তে আরও দেখা গেছে যে আদেশ ৪৭ নিয়ম। দেওয়ানী কার্যবিধি-তে উপস্থিত "অন্য যে কোনও পর্যাপ্ত কারণ" শব্দের অর্থ অবশ্যই "নিয়মে নির্দিষ্টকৃতগুলির সাথে কমপক্ষে সাদৃশ্যপূর্ণ ভিত্তিতে যথেষ্ট কারণ" হতে হবে যা ছাজ্জু রাম বনাম নেকি, এআইআর ১৯২২ পিসি ১১২-তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং মোরান মার বাসেলিওস ক্যাথলিকস বনাম সর্বাধিক রেভারেন্ড মার পাওলোজ অ্যাথানাসিয়াস, এআইআর ১৯৫৪ এসসি ৫২৬-এ এই আদালত দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

১২.৩ ইন্দরচাঁদ জৈন বনাম মতিলাল, (২০০৯) ১৪ এস. সি. সি (৭ থেকে ১১ অনুচ্ছেদে ৬৬৩)-এর ক্ষেত্রে এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং নিম্নরূপ ধরে রাখা হয়েছেঃ

৭. দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৪ ধারা (সংক্ষেপে "কোড") একটি দেওয়ানি আদালত এবং ফলস্বরূপ আপিল আদালত দ্বারা পর্যালোচনার একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা প্রদান করে। কোডের ১১৪ ধারায় উল্লিখিত "বিষয়" শব্দের অর্থ ১১৩ ধারায় বর্ণিত হিসাবে নির্ধারিত শর্ত এবং সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে, কোডের আদেশ ৪৭-এ অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিগত শর্তগুলি অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। কোডের ১১৪ ধারা যদিও আদালতের ক্ষমতার উপর কোনও সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে না তবে কোডের আদেশ ৪৭-এ এই ধরনের সীমাবদ্ধতার ব্যবস্থা করা হয়েছে; বিধি ১ যার অধীনে পড়েঃ

"১৭. দেওয়ানি আদালতের রায়/সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা ১১৪ ধারা দেওয়ানী কার্যবিধিতে পাওয়া যায়। যে ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা চাওয়া যেতে পারে তা আদেশ ৪৭ নিয়ম। দেওয়ানী কার্যবিধি-তে উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

১. রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন-(১) যে কোনও ব্যক্তি নিজেকে ক্ষুব্ধ বলে মনে করেন-

(ক) একটি ডিক্রি বা আদেশ যার থেকে একটি আপিল অনুমোদিত, কিন্তু যার থেকে কোনও আপিল পছন্দ করা হয়নি,

(খ) একটি ডিক্রি বা আদেশ দ্বারা যার থেকে কোনও আপিল অনুমোদিত নয়, অথবা

(গ) ছোট কারণের আদালত থেকে একটি রেফারেন্সের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, এবং যিনি, নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কার থেকে, যা যথাযথ অধ্যবসায়ের পরে, তাঁর জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা ডিক্রিটি পাস বা আদেশ দেওয়ার সময় তাঁর দ্বারা উপস্থাপিত করা যায়নি, বা রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট কিছু ভুল বা ত্রুটির কারণে, বা অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণে, তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা ডিক্রি বা আদেশের পর্যালোচনা পেতে চান, সেই আদালতের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারেন যা ডিক্রিটি পাস করেছে বা আদেশ দিয়েছে।

৮. পুনর্বিবেচনার আবেদনটি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকবে যখন আদেশটি রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট কোনও ত্রুটির সম্মুখীন হয় এবং এটি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। রাজেন্দ্র কুমার বনাম রামবাই মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ (এসসিসি পৃ. ৫১৪, অনুচ্ছেদ ৬)

৬. পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগের সীমাবদ্ধতাগুলি ভালভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। পুনর্বিবেচনার আবেদন গ্রহণের প্রথম এবং সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়তা হল যে আদেশ, যার পুনর্বিবেচনা চাওয়া হয়েছে, আদেশের মুখে যে কোনও ত্রুটি দেখা দেয় এবং আদেশটিকে দাঁড়ানোর অনুমতি দেওয়া ন্যায়বিচারের ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করবে। এই ধরনের কোনও ত্রুটি না থাকলে, রায়/আদেশের সাথে সংযুক্ত চূড়ান্ততাকে বিঘ্নিত করা যাবে না।

৯. নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণ আবিষ্কৃত হওয়ার ক্ষেত্রেও আদালত পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে যা যথাযথ অধ্যবসায় সত্ত্বেও আবেদনকারীর জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা যখন আদেশ দেওয়া হয়েছিল তখন তার দ্বারা উপস্থাপিত করা যায়নি। পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদনও থাকবে যদি আদেশটি কিছু ভুলের কারণে পাস করা হয়েছে।

উপরন্তু, পর্যালোচনার জন্য একটি আবেদন অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণেও থাকবে।

১০. এটি কোনও সন্দেহ বা বিতর্কের বাইরে যে পর্যালোচনা আদালত তার নিজস্ব আদেশের বিরুদ্ধে আপিলে বসে না। বিষয়টি পুনর্বিবেচনা আইনে অগ্রহণযোগ্য। এটি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম গঠন করে যে একবার কোনও রায় স্বাক্ষরিত বা উচ্চারিত হলে তা পরিবর্তন করা উচিত নয়। এটিও সাধারণ যে কোনও আদেশ পর্যালোচনার জন্য অন্তর্নিহিত এখতিয়ার প্রয়োগ করা হয় না।

১১. পর্যালোচনা ছদ্মবেশে আপিল নয়। লিলি থমাস বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছেঃ (এস. সি. সি. পৃ. ২৫১, অনুচ্ছেদ ৫৬)

"৫৬. অতএব, পর্যালোচনার ক্ষমতা একটি ভুল সংশোধনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু একটি দৃষ্টিভঙ্গির বিকল্প হিসাবে নয়। এই ধরনের ক্ষমতা ক্ষমতার প্রয়োগের সাথে সম্পর্কিত সংবিধির সীমার মধ্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পর্যালোচনাকে ছদ্মবেশে আপিল হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না।"

৭. অভিধানের অর্থ হল "পর্যালোচনা" শব্দের অর্থ হল "সংশোধন বা উন্নতির লক্ষ্যে আবার কিছু দেখার, প্রস্তাব দেওয়ার কাজ"। এটি অস্বীকার করা যায় না যে পর্যালোচনাটি একটি সংবিধির সৃষ্টি। প্যাটেল নরশি থাকেরশি বনাম প্রদ্যুম্নসিংহজি অর্জুনসিংজি, (১৯৭১) ৩ এস. সি. সি ৮৪৪-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে পর্যালোচনার ক্ষমতা কোনও সহজাত ক্ষমতা নয়। এটি অবশ্যই আইন দ্বারা নির্দিষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দ্বারা প্রদত্ত হতে হবে। পর্যালোচনাটিও ছদ্মবেশে আপিল নয়।

৮. টি. সি. বাসপ্পা বনাম টি. এন. গাপ্পা, এ. আই. আর ১৯৫৪ এস. সি ৪৪০-এর ক্ষেত্রে কার্যধারার মুখে যা একটি স্পষ্ট ত্রুটি বলে বলা যেতে পারে তা এই আদালত দ্বারা মোকাবিলা করা হয়েছে এবং বিবেচনা করা হয়েছে। এটি বলা হয় যে এই ধরনের ত্রুটি একটি ত্রুটি যা একটি পেটেন্ট ত্রুটি এবং নিছক ভুল সিদ্ধান্ত নয়। হরি বিষ্ণু কামাথ বনাম আহমেদ ইশাক, এ. আই. আর ১৯৫৫ এস. সি ২৩৩-এর ক্ষেত্রে, এটি নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ

"এটি অপরিহার্য যে এটি নিছক ত্রুটির চেয়ে বেশি কিছু হওয়া উচিত; এটি অবশ্যই এমন কিছু হতে হবে যা অবশ্যই রেকর্ডের মুখে প্রকাশ করা উচিত। তবে, এই বিষয়টির প্রসঙ্গে আসল অসুবিধাটি নীতির বিবৃতিতে ততটা নয় যতটা কোনও নির্দিষ্ট মামলার তথ্যের প্রয়োগের ক্ষেত্রে। কখন কোনও ত্রুটি নিছক ত্রুটি হিসাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটি হয়ে যায়? উভয় পক্ষের ছদ্মবেশী পরামর্শদাতা কোনও স্পষ্ট নিয়মের পরামর্শ দিতে অক্ষম ছিলেন যার দ্বারা দুটি শ্রেণীর ত্রুটির মধ্যে সীমানা চিহ্নিত করা যেতে পারে।"

৮.১. পার্সিয়ন দেবী বনাম সুমিত্রি দেবী (উপরে) মামলায়, অনুচ্ছেদ ৭ থেকে ৯ এ নিম্নোক্তভাবে পর্যবেক্ষণ ও ধার্য করা হয়েছে:

৭. এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে পুনর্বিবেচনার কার্যধারা আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর পরিধি ও ব্যাপ্তির মধ্যে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। থুঙ্গাবদ্রা ইন্ডাস্ট্রিজ লি. বনাম এ.পি. সরকার, এআইআর ১৯৬৪ এসসি ১৩৭২ মামলায় এই আদালত মত দিয়েছিল:

"তবে, আমরা এখন যা নিয়ে উদ্বিগ্ন তা হলো সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ এর আদেশে এই বিবৃতি যে মামলাটিতে আইনের কোনো মৌলিক প্রশ্ন জড়িত ছিল না, তা কি 'রেকর্ডপত্রের মুখে সুস্পষ্ট ত্রুটি'? এই বিষয়টি যে পূর্বের ঘটনায় আদালত অভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আইনের একটি মৌলিক প্রশ্ন উদ্ভূত হয়েছিল তা স্বয়ংসিদ্ধ হবে না, কারণ পূর্বের আদেশটি নিজেই ভুল হতে পারে। একইভাবে, এমনকি যদি বিবৃতিটি ভুলও হয়, তবে এটি 'রেকর্ডপত্রের মুখে সুস্পষ্ট ত্রুটি' হবে না, কারণ একটি নিছক ভুল সিদ্ধান্ত এবং 'সুস্পষ্ট ত্রুটি' দ্বারা কলুষিত হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে এমন একটি সিদ্ধান্তের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে, যদিও এটি সর্বদা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নাও হতে পারে। একটি পুনর্বিবেচনা কোনো অবস্থাতেই আপিল ছদ্মবেশে নয় যার মাধ্যমে একটি ভুল সিদ্ধান্তের পুনরায় শুনানি এবং সংশোধন করা হয়, তবে এটি শুধুমাত্র সুস্পষ্ট ত্রুটির জন্য প্রযোজ্য।"

৮. আবার, মীরা ভানজা বনাম নির্মলা কুমারী চৌধুরী, (১৯৯৫) ১ এসসিসি ১৭০ মামলায় আরিবাম তুলেশ্বর শর্মা বনাম আরিবাম পিশাক শর্মা (উপরে) থেকে একটি অংশ অনুমোদন করে উদ্ধৃত করার সময় এই আদালত আবারও ধার্য করেছে যে পুনর্বিবেচনার কার্যধারা আপিলের মাধ্যমে হয় না এবং আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর পরিধি ও ব্যাপ্তির মধ্যে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

৯. আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে একটি রায় পুনর্বিবেচনার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে যদি, অন্যান্য কারণের মধ্যে, রেকর্ডপত্রের মুখে একটি ভুল বা ত্রুটি সুস্পষ্ট থাকে। একটি ত্রুটি যা স্বতঃপ্রমাণিত নয় এবং যুক্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সনাক্ত করতে হয়, তাকে রেকর্ডপত্রের মুখে সুস্পষ্ট ত্রুটি বলা কঠিন যা আদালতকে আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে তার পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার ন্যায্যতা দেয়। আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগে একটি ভুল সিদ্ধান্তকে "পুনরায় শুনানি এবং সংশোধন" করার অনুমতি নেই। একটি পুনর্বিবেচনার আবেদনের একটি সীমিত উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এটিকে "আপিল ছদ্মবেশে" হিসাবে অনুমতি দেওয়া যাবে না, এটি মনে রাখতে হবে।

৮.২ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম কমল সেনগুপ্ত এবং অন্য, (২০০৮) ৮ এসসিসি ৬১২ মামলায়, এই আদালত "রেকর্ডপত্রের মুখে ভুল বা ত্রুটি" কী হতে পারে তা বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল। অনুচ্ছেদ ২২ থেকে ৩৫ এ নিম্নোক্তভাবে পর্যবেক্ষণ ও ধার্য করা হয়েছে:

"২২. "ভুল বা সুস্পষ্ট ত্রুটি" শব্দটি তার নিজস্ব অর্থানুসারে এমন একটি ত্রুটি বোঝায় যা মামলার রেকর্ড থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্পষ্ট এবং তথ্য বা আইনী অবস্থান উভয়ের বিস্তারিত পরীক্ষা, যাচাই এবং ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। যদি একটি ত্রুটি স্বতঃপ্রমাণিত না হয় এবং তার সনাক্তকরণের জন্য দীর্ঘ বিতর্ক এবং যুক্তির প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, তবে আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি বা আইনের ২২(৩)(এফ) ধারার উদ্দেশ্যে এটিকে রেকর্ডপত্রের মুখে সুস্পষ্ট ত্রুটি হিসাবে গণ্য করা যায় না। অন্যভাবে বলতে গেলে, একটি আদেশ বা সিদ্ধান্ত বা রায় কেবল আইনগতভাবে ভুল হওয়ার কারণে বা এই যুক্তিতে সংশোধন করা যায় না যে আদালত/ট্রাইব্যুনাল তথ্য বা আইনের একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে ভিন্ন মতামত নিতে পারত। যে কোনো ক্ষেত্রে, পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, সংশ্লিষ্ট আদালত/ট্রাইব্যুনাল তার রায়/সিদ্ধান্তের উপর আপিলের আসনে বসতে পারে না।

২৩. আমরা এখন কিছু বিচারিক দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করতে পারি যেখানে ধারা ১১৪ আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এবং/অথবা আইনের ২২(৩)(এফ) ধারার সাথে পঠিত হয়েছে এবং দেওয়ানি আদালত/ট্রাইব্যুনালের রায়/সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা হয়েছে।

২৪. রাজা কোটাগিরি ভেঙ্কটা সুববম্মাও বনাম রাজা ভেল্লঙ্কি ভেঙ্কটরামা রাও (১৮৯৯-১৯০০) ২৭ আইএ ১৯৭ মামলায় প্রিভি কাউন্সিল দেওয়ানি কার্যবিধির ২০৬ এবং ৬২৩ ধারা ব্যাখ্যা করেছে এবং পর্যবেক্ষণ করেছে: (আইএ পৃ. ২০৫)

"...ধারা ৬২৩ যে কোনো পক্ষকে নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং প্রমাণের আবিষ্কারের ভিত্তিতে কোনো ডিক্রির পর্যালোচনার জন্য আবেদন করার ক্ষমতা দেয়, যা তার জ্ঞানের মধ্যে ছিল না, বা যখন ডিক্রি পাস হয়েছিল তখন তার দ্বারা উত্পাদিত হতে পারেনি, বা রেকর্ডপত্রের মুখে কোনো ভুল বা ত্রুটির কারণে, বা অন্য কোনো পর্যাপ্ত কারণে। এই মামলায় এটি সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন নয় যে পরবর্তী শব্দগুলি কঠোরভাবে উল্লিখিত কারণগুলির সাথে সহ-প্রকার হবে কিনা, যেমনটি রায় মেঘরাজ বনাম বিজোয় গোবিন্দ বুরাল, আইএলআর (১৮৭৫) ১ ক্যাল ১৯৭ মামলায় ধার্য করা হয়েছিল। তাদের লর্ডশিপদের মতে, সংশোধনের কারণ অন্তত এমন কিছু হতে হবে যা ডিক্রির তারিখে বিদ্যমান ছিল, এবং ধারাটি একটি পর্যালোচনা অনুমোদন করে না

ডিক্রি যা সঠিক ছিল যখন এটি পরবর্তী কোনও ঘটনার ঘটনার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল।

(জোর যোগ করা হয়েছে)

২৫. হরি শঙ্কর পাল বনাম অনাথ নাথ মিত্র, ১৯৪৯ এফ. সি. আর ৩৬-এ ফেডারেল কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ এই প্রশ্নটি বিবেচনা করার সময় যে কলকাতা হাইকোর্ট অ-আবেদনকারী পক্ষকে ত্রাণ না দেওয়ার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল কিনা, যার অবস্থান সফল আপিলকারীর মতো ছিল, বলে রায় দিয়েছেঃ (এফ. সি. আর. পৃ. ৪৮)

"যে কোনও সিদ্ধান্ত আইনের দিক থেকে ভুল, তা অবশ্যই পুনর্বিবেচনার আদেশ দেওয়ার কোনও ভিত্তি নয়। আদালত যদি কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, তবে ত্রুটিটি রেকর্ডের সামনে স্পষ্ট বা এমনকি তার অনুরূপও হতে পারে না। তবে, যখন আদালত কোনও মামলার নিষ্পত্তি করে এমন কোনও আইনের বিধানের প্রতি তার মন প্রয়োগ না করে বা প্রয়োগ না করে যা তাকে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে কাজ করার এখতিয়ার দেয়, তখন এটি একটি অনুরূপ ত্রুটির সমান হতে পারে যা রেকর্ডের মুখে স্পষ্টভাবে মামলাটিকে আদেশ ৪৭ নিয়ম ১, সিভিল প্রসিডিউর কোডের আওতায় আনার জন্য যথেষ্ট।"

২৬. মোরান মার বাসেলিওস ক্যাথোলিকোস বনাম মার পাউলোস অ্যাথানাসিয়াস (উপরে) মামলায় এই আদালত ট্রাভাঙ্কোর কোড অফ সিভিল প্রসিডিউরের অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলি ব্যাখ্যা করেছে যা আদেশ ৪৭ নিয়ম।-এর অনুরূপ এবং পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

৩২... ট্রাভাঙ্কোর দেওয়ানী কার্যবিধি অধিনিয়মের বিধানগুলির অধীনে যা আমাদের দেওয়ানী কার্যবিধি অধিনিয়মের, ১৯০৮-এর আদেশ ৪৭ নিয়ম।-এর অনুরূপ, রিভিউ কোর্টের কেবলমাত্র একটি সীমিত এখতিয়ার রয়েছে যা সেখানে ব্যবহৃত ভাষা দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ।

এটি তিনটি নির্দিষ্ট ভিত্তিতে পর্যালোচনার অনুমতি দিতে পারে, যথাঃ (i) নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কার যা যথাযথ অধ্যবসায়ের পরে আবেদনকারীর জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা ডিক্রিটি পাস হওয়ার সময় তার দ্বারা উপস্থাপন করা যায়নি, (ii) নথির সামনে স্পষ্ট ভুল বা ত্রুটি এবং (iii) অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণে।

বিচার বিভাগীয় কমিটির মতে, 'অন্য যে কোনও পর্যাপ্ত কারণ' শব্দের অর্থ অবশ্যই 'ভিত্তিতে যথেষ্ট কারণ' হতে হবে, নিয়মে উল্লিখিতগুলির সাথে কমপক্ষে সাদৃশ্যপূর্ণ।

২১. থুঙ্গভদ্রা ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড বনাম এ. পি. সরকার (উপরে) এ-তে বলা হয়েছে যে, পর্যালোচনা কোনওভাবেই ছদ্মবেশে আপিল নয় যার ভুল সিদ্ধান্ত সংশোধন করা যেতে পারে।

২৮. পার্সিওন দেবী বনাম সুমিত্রি দেবী (উপরে) মামলায় এটি নিম্নরূপ ছিলঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৭১৬)

"আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-র অধীনে একটি রায় পুনর্বিবেচনার জন্য উন্মুক্ত হতে পারে যদি রেকর্ডের মুখে কোনও ভুল বা ত্রুটি স্পষ্ট হয়। একটি ত্রুটি যা স্ব-স্পষ্ট নয় এবং যুক্তির প্রক্রিয়া দ্বারা সনাক্ত করতে হয়, রেকর্ডের মুখে স্পষ্ট ত্রুটি বলা যায় না যা আদালতকে আদেশ ৪৭ নিয়ম সি ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-র অধীনে পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার ন্যায্যতা দেয়। আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-র অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্তের জন্য 'পুনরায় শোনা এবং সংশোধন' করার অনুমতি নেই। একটি ভুল সিদ্ধান্ত এবং রেকর্ডের মুখে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যদিও প্রথমটি উচ্চতর ফোরাম দ্বারা সংশোধন করা যেতে পারে, পরেরটি কেবল পর্যালোচনার এখতিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে সংশোধন করা যেতে পারে। একটি পর্যালোচনা আবেদনের একটি সীমিত উদ্দেশ্য রয়েছে এবং 'ছদ্মবেশে আপিল' হওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না।

২৯. হরিদাস দাস বনাম ঊষা রানী বনিক মামলায়, (উপরে) এই আদালত দেওয়ানি কার্যবিধি (সংশোধনী) আইন, ১৯৭৬ দ্বারা আদেশ ৪৭-এ যুক্ত ব্যাখ্যার একটি উল্লেখ করেছে এবং বলেছেঃ

"১৩. পর্যালোচনার পরিধি উপলব্ধি করার জন্য, ধারা ১১৪ দেওয়ানী কার্যবিধি পড়তে হবে, তবে এই ধারাটি আদালতের কাছ থেকে প্রত্যাশিত হস্তক্ষেপের পরিধিও সংক্ষেপে উল্লেখ করে না কারণ এটি কেবল বলে যে, এটি" "উপযুক্ত বলে মনে করে এমন আদেশ দিতে পারে" "। পরামিতিগুলি আদেশ ৪৭ দেওয়ানী কার্যবিধি-তে নির্ধারিত করা হয়েছে এবং এই আইনের এফ-এর উদ্দেশ্যে, বিবাদীকে 'রেকর্ডের সামনে বা অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণে স্পষ্ট কিছু ভুল বা ত্রুটির কারণে' পুনরায় শুনানির জন্য চাপ দেওয়ার অনুমতি দেয়।" নিয়মের প্রথম অংশটি আবেদনকারীর জন্য দায়ী এমন একটি পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করে, এবং পরেরটি একটি বিচার বিভাগীয় পদক্ষেপের জন্য যা স্পষ্টতই ভুল বা যার উপর দুটি জি সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে কেউই বিরোধের পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব দেয় না কারণ কোনও পক্ষ মামলার সমস্ত দিক তুলে ধরেনি বা সম্ভবত তাদের আরও জোরালোভাবে যুক্তি দিতে পারত এবং/অথবা আদালতের কাছে বাধ্যতামূলক নজিরগুলি উদ্ধৃত করে এবং এর ফলে একটি অনুকূল রায় উপভোগ করতে পারত। এটি আদেশ ৪৭-এর নিয়ম ১-এর ব্যাখ্যা থেকে যথেষ্ট স্পষ্ট যে সিদ্ধান্তটি

আইনের যে প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে আদালতের রায় অন্য কোনও ক্ষেত্রে উচ্চতর আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্ত দ্বারা বিপরীত বা সংশোধন করা হয়েছে, তা এই ধরনের রায় পুনর্বিবেচনার ভিত্তি হবে না। যে ক্ষেত্রে আদেশটি আপীলযোগ্য, সেই ক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ পক্ষের পর্যাপ্ত এবং কার্যকর প্রতিকার রয়েছে এবং আদালতকে তার আদেশটি সর্বাধিক সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।

৩০. অরিবাম তুলেশ্বর শর্মা বনাম আরিবাম পিশাক শর্মা (উপরে) মামলায় এই আদালত সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে গৃহীত একটি আদেশ পুনর্বিবেচনার জন্য হাইকোর্টের ক্ষমতার সুযোগ বিবেচনা করেছে, যা শিবদেও সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (উপরে)-র পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছে এবং পর্যবেক্ষণ করেছেঃ (আরিবাম তুলেশ্বর মামলা (উপরে), এসসিসি পৃষ্ঠা ৩৯০, অনুচ্ছেদ ৩)

"৩... শিবদেও সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (উপরে) মামলায় এই আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদে এমন কিছু নেই যা কোনও হাইকোর্টকে পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে বাধা দেয় যা ন্যায়বিচারের গর্ভপাত রোধ করতে বা তার দ্বারা সংঘটিত গুরুতর এবং সুস্পষ্ট ত্রুটিগুলি সংশোধন করার জন্য পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ারের প্রতিটি আদালতে রয়েছে। তবে, পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের সুনির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কারের উপর, যা যথাযথ অধ্যবসায়ের প্রয়োগের পরে পুনর্বিবেচনার আবেদনকারী ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা যখন আদেশ দেওয়া হয়েছিল তখন তার দ্বারা উপস্থাপিত হতে পারে না; এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে রেকর্ডের মুখে কোনও ভুল বা ত্রুটি স্পষ্ট দেখা যায়; এটি কোনও অনুরূপ ভিত্তিতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে, এটি এই ভিত্তিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে না যে সিদ্ধান্তটি যোগ্যতার ভিত্তিতে ভুল ছিল। এটি আপিল আদালতের প্রদেশ হবে। পর্যালোচনার ক্ষমতাকে আপিল ক্ষমতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না যা একটি আপিল আদালতকে অধস্তন আদালত কর্তৃক কৃত সমস্ত ধরনের ত্রুটি সংশোধন করতে সক্ষম করতে পারে।

৩১, কে. অজিত বাবু বনাম ভারত ইউনিয়ন, (১৯৯৭) ৬ এস. সি. সি ৪৭৩-এ বলা হয়েছিল যে, যদিও আদেশ ৪৭ বিধি ট্রাইবুনেলগুলির ক্ষেত্রে কঠোরভাবে প্রযোজ্য নয়, তবে এতে থাকা নীতিগুলি তাদের কাছে প্রসারিত করতে হবে, অন্যথায় পর্যালোচনার ক্ষমতার কোনও সীমাবদ্ধতা থাকবে না এবং কোনও সিদ্ধান্তের কোনও নিশ্চয়তা বা চূড়ান্ততা থাকবে না। গোপবন্ধু বিসওয়াল বনাম কৃষ্ণ চন্দ্র মোহান্তি, (১৯৯৮) ৪ এস. সি. সি ৪৪৭-এ কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই ক্ষেত্রে

এটি বলা হয়েছিল যে ট্রাইবুনেলগুলিকে প্রদত্ত পর্যালোচনার ক্ষমতা আদেশ ৪৭ বিধি ১ এর অধীনে একটি দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতার অনুরূপ।

৩২. অজিত কুমার রথ বনাম উড়িষ্যা রাজ্য, (১৯৯৯) ৯ এস. সি. সি ৫৯৬ মামলায় এই আদালত পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা পুনর্বিবেচনার কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেছিল যে 'ট্রাইব্যুনাল একটি দেওয়ানি আদালতকে প্রদত্ত পুনর্বিবেচনার ক্ষমতার অনুরূপ এবং রায় দিয়েছিলঃ (এস. সি. সি. পৃ. ৬০৮, অনুচ্ছেদ)

৩০. উপরের প্রাপ্ত বিধানগুলি ইঙ্গিত করে যে ট্রাইব্যুনালের কাছে উপলব্ধ পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা একই, যা আদেশ ৪৭ দেওয়ানী কার্যবিধি-র সঙ্গে পঠিত ধারা ১১৪-এর অধীনে আদালতকে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতাটি নিরঙ্কুশ নয় এবং আদেশ ৪৭-এ নির্দেশিত বিধিনিষেধের দ্বারা আবদ্ধ। নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তির আবেদনের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা যথাযথ অধ্যবসায়ের পরে, তার জ্ঞানের মধ্যে ছিল না বা আদেশ দেওয়ার সময় তার দ্বারা উপস্থাপিত করা যায়নি। রেকর্ডের সামনে বা অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণে স্পষ্ট কিছু ভুল বা ত্রুটির কারণেও ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে। শুধুমাত্র নতুন করে শুনানি বা যুক্তি বা আগে নেওয়া কোনও ভুল দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধনের জন্য একটি পর্যালোচনা দাবি করা বা জিজ্ঞাসা করা যায় না, অর্থাৎ, পর্যালোচনার ক্ষমতা কেবল আইন বা সত্যের পেটেন্ট ত্রুটি সংশোধনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যা এটি প্রতিষ্ঠার জন্য কোনও বিস্তৃত যুক্তির প্রয়োজন ছাড়াই মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে আদেশ ৪৭ নিয়ম ১-এ ব্যবহৃত 'অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণ' অভিব্যক্তিটির অর্থ নিয়মে নির্দিষ্ট কারণগুলির সাথে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ।

৩১, আপাত ত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা বা আদেশ ৪৭-এ বর্ণিত কোনও ভিত্তির উপর ভিত্তি না করে অন্য কোনও প্রচেষ্টা ব্যতীত ট্রাইব্যুনালকে তার রায় পুনর্বিবেচনার জন্য আইনের অধীনে প্রদত্ত স্বাধীনতার অপব্যবহারের সমান হবে।

৩৩. হরিয়ানা রাজ্য বনাম এম. পি. মোহলা, (২০০৭) ১ এস. সি. সি. ৪৫৭ মামলায় এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ (এস. সি. সি. পিপি. , অনুচ্ছেদ ২৭)

২৭. এখানে আপিলকারীদের দায়ের করা একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন 'রক্ষণযোগ্য' ছিল না। নথির সামনে কোনও ত্রুটি স্পষ্ট ছিল না। একটি রায়ের প্রভাব পরবর্তী পদক্ষেপের কারণ বিবেচনা করে একটি পৃথক কার্যধারায় নতুন করে বিবেচনা করতে হতে পারে যা উত্থাপিত হতে পারে তবে এটি নিজেই পর্যালোচনার জন্য আবেদন দায়ের করার জন্য ভিত্তি নাও হতে পারে।

৩৪. গোপাল সিং বনাম রাজ্য ক্যাডার ফরেস্ট অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, (২০০৭) ৯ এস. সি. সি ৩৬৯ মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে আবেদনকারীর দায়ের করা মূল আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করার পরে, ট্রাইব্যুনালের পক্ষে তার আদেশ পুনর্বিবেচনা করার এবং আপিলকারীর পুনর্বিবেচনার অনুমতি দেওয়ার কোনও যৌক্তিকতা ছিল না। সেই রায়ে করা কিছু পর্যবেক্ষণ নীচে উদ্‌ধৃত করা হয়েছেঃ (এস. সি. সি. পি. ৩৮৭, অনুচ্ছেদ ৪০)

৪০. রাষ্ট্রের পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি আরও উল্লেখ করেন যে, ট্রাইব্যুনালের নিজস্ব রায় পুনর্বিবেচনার কোনও প্রয়োজন নেই। ট্রাইব্যুনালের রায়ের মাইক্রোস্কোপিক পরীক্ষার পরেও আমরা পুরো রায়ে একটিও কারণ খুঁজে পাইনি যে কীভাবে পর্যালোচনাটি ন্যায়সঙ্গত ছিল এবং কী কারণে। রেকর্ডের মুখে কোনও আপাত ত্রুটি নির্দেশ করা হয়নি, বা এটি নিয়ে আলোচনাও করা হয়নি। এর ফলে ট্রাইব্যুনাল তার নিজস্ব রায় নিয়ে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে বসেছিল। এটি সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য ছিল এবং আমরা হাইকোর্টের (সিনহা, জে) সঙ্গে একমত যে ট্রাইব্যুনাল তার নিজস্ব রায় পর্যালোচনার নামে দ্বিতীয় আদেশ লেখার জন্য তার এখতিয়ারের বাইরে চলে গেছে। প্রকৃতপক্ষে আপিলকারীর পক্ষে লম্বিত কৌঁসুলি এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকটি নিয়ে আমাদের সম্বোধন করেননি।

৩৫. বাতিলকৃত রায়গুলি থেকে যে নীতিগুলি বের করা যেতে পারে সেগুলি হলঃ

(i) আইনের ধারা ২২ (৩) (চ)-এর অধীনে ট্রাইব্যুনালের আদেশ/সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা আদেশ ৪৭ নিয়ম। দেওয়ানী কার্যবিধি-র সঙ্গে পঠিত ধারা ১১৪-এর অধীনে দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতার সমতুল্য/সমতুল্য।

(ii) ট্রাইব্যুনাল আদেশ ৪৭ নিয়ম ১-এ বর্ণিত যে কোনও ভিত্তিতে তার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করতে পারে এবং অন্যথায় নয়।

(iii) আদেশ ৪৭ নিয়মে উপস্থিত "অন্য কোনও পর্যাপ্ত কারণ" অভিব্যক্তিটি অন্যান্য নির্দিষ্ট কারণের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে,

(iv) একটি ত্রুটি যা স্ব-স্পষ্ট নয় এবং যা দীর্ঘ যুক্তির প্রক্রিয়া দ্বারা আবিষ্কৃত হতে পারে, ধারা ২২ (৩) (চ) এর অধীনে ক্ষমতার প্রয়োগকে ন্যায্য প্রমাণ করে রেকর্ডের মুখে একটি ত্রুটি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।

(v) পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের ছদ্মবেশে একটি ভুল আদেশ/সিদ্ধান্ত সংশোধন করা যায় না।

(vi) ট্রাইব্যুনাল বা উচ্চতর আদালতের সমন্বিত বা বৃহত্তর বেঞ্চের পরবর্তী সিদ্ধান্ত/রায়ের ভিত্তিতে ধারা ২২ (৩) (চ) এর অধীনে কোনও সিদ্ধান্ত/আদেশ পর্যালোচনা করা যাবে না।

(vii) পর্যালোচনার জন্য একটি আবেদন বিবেচনা করার সময়, ট্রাইব্যুনালকে অবশ্যই প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সময় উপলব্ধ উপাদানগুলির প্রসঙ্গে তার রায় সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। প্রাথমিক আদেশ/সিদ্ধান্তকে আপাত ত্রুটির দ্বারা কলুষিত বলে ঘোষণা করার জন্য পরবর্তী কোনও ঘটনা বা উন্নয়নের ঘটনাকে লক্ষ্য করা যায় না।

(viii) শুধুমাত্র নতুন বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা প্রমাণের আবিষ্কার পর্যালোচনার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি নয়। পুনর্বিবেচনার আবেদনকারী পক্ষকে এটাও দেখাতে হবে যে এই ধরনের বিষয় বা প্রমাণ তার জ্ঞানের মধ্যে ছিল না এবং যথাযথ অধ্যবসায়ের পরেও তা আদালত/ট্রাইবুনেলের সামনে পেশ করা যায়নি।

৯. পর্যালোচনার পরিধি উপলব্ধি করার জন্য, এই আদালতের ধারা ১১৪ দেওয়ানী কার্যবিধি-এর উদ্দেশ্য এবং পরিধি আলোচনা করা উচিত কারণ এটি পর্যালোচনার একটি মৌলিক বিধান যখন কোনো ব্যক্তি নিজেকে একটি ডিক্রি বা আদালতের আদেশের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত মনে করেন যার বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি আছে কিন্তু কোনো আপিল দায়ের করা হয়নি অথবা যেখানে একটি আদেশ এবং ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিলের কোনো বিধান নেই, তখন আদালত যেখানে আদেশ বা ডিক্রি পাস করতে পারে, সেখানে সেই ডিক্রি বা আদেশের পর্যালোচনার জন্য আবেদন করতে পারে। ধারা ১১৪ দেওয়ানী কার্যবিধি-এর সরল পাঠ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ধারা ১১৪ দেওয়ানী কার্যবিধি-এর অধীনে পর্যালোচনার উক্ত মৌলিক ক্ষমতা পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কোনো পূর্বশর্ত নির্ধারণ করেনি, বা উক্ত ধারা আদালতকে তার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করার ক্ষমতা প্রয়োগের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। তবে, একটি আদেশ আদালত কর্তৃক শুধুমাত্র আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-তে উল্লিখিত নির্ধারিত কারণগুলির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা যেতে পারে, যা উপরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনার আবেদন আপিলের চেয়ে বেশি সীমাবদ্ধ এবং পর্যালোচনার আদালতের সীমিত এখতিয়ার রয়েছে আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-তেই উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। পর্যালোচনার ক্ষমতা একটি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা হিসাবে প্রয়োগ করা যাবে না বা আপিলের ক্ষমতা পর্যালোচনার ক্ষমতার ছদ্মবেশে প্রয়োগ করা যাবে না।

১০. উপরোক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থানের আলোকে বিবেচনা করে, আমরা দেখতে পাই যে হাইকোর্ট আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-এর অধীনে আদালতে অর্পিত এখতিয়ার স্পষ্টতই লঙ্ঘন করেছে। ২০ অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলি পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-এর অধীনে কোনো কারণ তৈরি হয়নি। এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং যেমন স্পষ্ট

২০ অনুচ্ছেদ থেকে, হাইকোর্ট রেকর্ডে থাকা প্রমাণের, বিশেষ করে বাদী (পিডব্লিউ১) এবং তার সাক্ষী পিডব্লিউ২ এর জবানবন্দির মূল্যায়নের ভিত্তিতে ২০ অনুচ্ছেদে বাদীদের দখলের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিল এবং প্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে, হাইকোর্ট দেখতে পায় যে বাদী উক্ত বাড়ির প্রকৃত দখলে রয়েছে। অতএব, যখন বাদীর দখলের বিষয়ে পর্যবেক্ষণগুলি রেকর্ডে থাকা প্রমাণ/উপাদানের মূল্যায়নের ভিত্তিতে করা হয়েছিল, তখন এটি বলা যায় না যে কার্যধারার মুখে একটি স্পষ্ট ত্রুটি ছিল যা আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন ছিল। এই পর্যায়ে, এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হাইকোর্ট ২০ অনুচ্ছেদে বাদী দখলে থাকার বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করার সময়ও এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে যে বিবাদী নং ১ এবং ২ - এখানে উত্তরদাতারা নিজেরাই আই.এ. নং ১২৬৭ অফ ২০১২ নামের একটি আবেদন দায়ের করেছিল যা ১৫১ দেওয়ানী কার্যবিধি ধারার অধীনে বিবাদমান বাড়ির দখল আপিলকারীদের কাছ থেকে পাওয়ার জন্য দায়ের করা হয়েছিল এবং উক্ত আবেদনটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল। অতএব, হাইকোর্ট এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে যে এমনকি বিবাদী নং ১ ও ২ এর মতেও আপিলকারীরা বিবাদমান বাড়ির দখলে ছিল। অতএব, বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে, হাইকোর্ট আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে ২০ অনুচ্ছেদ মুছে ফেলার ক্ষেত্রে স্পষ্টতই ভুল করেছে, বিশেষ করে এই আদালত কর্তৃক উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলিতে প্রতিষ্ঠিত আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রস্তাবের আলোকে।

১১. এখন যতদূর উত্তরদাতাদের - মূল বিবাদী নং ১ ও ২ এর দাখিল এবং হাইকোর্ট কর্তৃক পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করার এবং ২০ অনুচ্ছেদ মুছে ফেলার কারণ এই যে, সম্মানিত বিচার আদালত কর্তৃক দখল সংক্রান্ত কোনো ইস্যু তৈরি করা হয়নি এবং/অথবা সম্মানিত বিচার আদালত কর্তৃক দখল সংক্রান্ত কোনো ইস্যু ছিল না এবং তাই বাদীর - এখানে আপিলকারীর দখল সংক্রান্ত ২০ অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলি অযাচিত ছিল এবং তাই, সেগুলি সঠিকভাবে মুছে ফেলা হয়েছিল, তার প্রথমত উপরোক্ত কারণে আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেত না। বড়জোর, ২০ অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলিকে ভুল সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে, যদিও নিচে বর্ণিত কারণগুলির জন্য সেগুলিকে ভুল সিদ্ধান্ত বলা যায় না এবং উপরে উল্লিখিত হিসাবে উক্ত পর্যবেক্ষণগুলি রেকর্ডে থাকা প্রমাণের মূল্যায়নের ভিত্তিতে করা হয়েছিল, উপরোক্তটি আদেশ ৪৭ নিয়ম ১ দেওয়ানী কার্যবিধি এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের কারণ হতে পারে না।

১১.১. অন্যথায় দখলের বিষয়ে ইস্যু তৈরি না করা কোনো প্রভাব ফেলবে না এবং/অথবা তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে। এটি

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অভিযোগপত্রের পাশাপাশি লিখিত বিবৃতিতেও দখলের বিষয়ে প্রয়োজনীয় যুক্তি ছিল। এমনকি পক্ষগুলিও দখলের বিষয়ে প্রমাণের নেতৃত্ব দিয়েছিল। মূল বাদী-আবেদনকারী এখানে তার দখল দেখানোর জন্য সমর্থনকারী নথি সহ প্রমাণের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং তাতে বিবাদী-উত্তরদাতাদের দ্বারা কোনও জেরা করা হয়নি। বিবাদী-উত্তরদাতারা তাদের দখল দেখানোর জন্য কোনও প্রমাণের নেতৃত্ব দেননি। অতএব, পক্ষগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী মামলাগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিল। আবেদনপত্রের সামগ্রিক এবং ব্যাপক পাঠ এবং পিডব্লিউ! এবং পিডব্লিউ২-এর জবানবন্দিতে, এটি অনিবার্য যে বাদী ইচ্ছাকৃতভাবে, সরাসরি এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে তার যুক্তিতে দখলের প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। এখানে উপরে লিখিত বিবৃতিতে যেমন দেখা গেছে, দখলের বিষয়েও বিবাদীরা একটি বক্তব্য দিয়েছেন। এইভাবে কোনও কুসংস্কার সৃষ্টি করা হয়নি বা বিষয়টি গঠনের অভাবে কার্যধারা দূষিত করা হয়েছে বলে বলা যায় না। যেমনটি পর্যবেক্ষণ ও রায় দেওয়া হয়েছে, শ্রী গঙ্গাই বিনয়গর মন্দির বনাম মীনাক্ষী আম্মাল এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে আদালত, (সুপ্রা), পক্ষগুলি যদি প্রতিদ্বন্দ্বী মামলাগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি প্রণয়ন করতে ব্যর্থতা গুরুত্বহীন হয়ে যায় যখন কোনও আপত্তি ছাড়াই বিস্তৃত প্রমাণ নথিভুক্ত করা হয়। এমনকি হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণও যে সম্মানের সাথে কোনও সমস্যা ছিল না, লার্নড ট্রায়াল কোর্ট এবং/এমনকি হাইকোর্টের সামনেও দখল করা সঠিক নয়। অভিযোগপত্রে এবং এমনকি বিবাদীদের দায়ের করা লিখিত বিবৃতিতে এখানে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, দখলের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বক্তব্য ছিল। এমনকি পক্ষগুলিও দখলের উপর প্রমাণের নেতৃত্ব দিয়েছিল।

১২. অতএব, বিতর্কিত আদেশে বর্ণিত ভিত্তিতে, হাইকোর্ট পর্যালোচনার এখতিয়ার প্রয়োগ করে পর্যাপ্ত এবং ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত তার নিজস্ব রায় ও আদেশ পর্যালোচনা করতে পারে না এবং দখল সম্পর্কিত ২০ নং অনুচ্ছেদে করা পর্যবেক্ষণগুলি মুছে ফেলতে পারে না।

১৩. এমনকি অন্যথায় প্রস্তাব করার মতো যথেষ্ট উপাদান রয়েছে! আবেদনকারীদের দখল এখানে/মূল বাদীকে দেখান। আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন উত্তরদাতারা-মূল বিবাদী নম্বর ১ এবং ২ আবেদনকারীর দায়ের করা আপিল খারিজ করার জন্য এবং আবেদনকারীকে-মূল বাদীকে মামলা সম্পত্তি খালি করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য ধারা ১৫১ দেওয়ানী কার্যবিধি-র অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। ১৯.০৩.২০১২-এ দায়ের করা উক্ত আবেদনে উত্তরদাতারা-মূল বিবাদী নম্বর ১ এবং ২ কখনও বলেনি যে তারা বিতর্কিত মামলা বাড়ির দখলে রয়েছে। অন্যদিকে, তারা আবেদনকারীদের-মূল বাদীকে মামলা সম্পত্তি খালি করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। যে কোনও কারণে উক্ত আবেদনটি

প্রত্যাহার করা হয়। আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন, আপিলকারীরা দেওয়ানী কার্যবিধি-র আদেশ ৬ বিধি ১৭-এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেন, যার মাধ্যমে আপিলকারীরা স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করার বিষয়ে ত্রাণ ধারার সংশোধন চেয়েছিলেন-বিবাদী সংখ্যা। এবং ২ আবেদনকারীদের বিতর্কিত ঘর থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত করা থেকে বিরত রাখা। উক্ত আবেদনের বিরোধিতা করেছিলেন বিবাদীরা-মূল বিবাদীরা। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে প্রস্তাবিত বক্তব্যটি আপিল পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নয় কারণ কেন এই ধরনের আবেদন বিলম্বিতভাবে চাওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আবেদনে কোনও প্রমাণের আবেদন করা হয়নি। এটিও জমা দেওয়া হয়েছিল যে মামলাটি বিচারাধীন থাকাকালীন বাদীদের যদি পূর্বোক্ত সম্পত্তি থেকে হুমকি দেওয়া না হয় বা উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা না হয় তবে আপিল পর্যায়ে এই জাতীয় আবেদন গ্রহণ করা যাবে না। উচ্চ আদালত উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দেয়, যোগ্যতার ভিত্তিতে নয় বরং এই ভিত্তিতে যে এটি বিলম্বিতভাবে জমা দেওয়া হয়েছিল। তবে, হাইকোর্ট বিবাদীদের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত ত্রাণের জন্য পৃথক মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়ে উক্ত আবেদনটি খারিজ করে দেয়।

১৩.১ এই পর্যায়ে, এটি লক্ষ করা প্রয়োজন যে, হাইকোর্টের প্রথম আপিল নিষ্পত্তি হওয়ার তারিখ থেকে প্রায় তিন বছর পর এবং পুনর্বিবেচনার আবেদনে হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশের পরে, বিবাদী নম্বর এবং ২-এর উত্তরদাতারা আসলে বিতর্কিত বাড়ির দখল এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য এখানে আপিলকারীদের বিরুদ্ধে গোয়ালিয়রের ১ম শ্রেণীর শিক্ষিত দেওয়ানি বিচারপতির আদালতে একটি পৃথক মামলা দায়ের করেছেন, যেখানে আপিলকারীদের দখল গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত মামলায়, আবেদন করা হয়েছে যে বাদীরা ০৯.০৮.২০১৭-এ উকিলের মাধ্যমে উল্লিখিত আসামীদের-আবেদনকারীদের কাছে একটি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন এবং বিতর্কিত জায়গা খালি করার দাবি করেছেন কিন্তু খালি করেননি এবং বিতর্কিত জায়গার দখল হস্তান্তর করেছেন।

১৪. উপরোক্ত আলোচনার সমষ্টি ও সারমর্ম হল যে, হাইকোর্ট পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করতে এবং প্রথম আপিল নং, ১৭.০৪.২০০৫-এ প্রদত্ত তার আদেশের অনুচ্ছেদ ২০-এ প্রদত্ত পর্যবেক্ষণগুলি মুছে ফেলার ক্ষেত্রে গুরুতর ভুল করেছে। আদেশ ৪৭ বিধি ১ দেওয়ানী কার্যবিধি-র সাথে পঠিত ধারা ১১৪-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এই পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত আদেশটি টেকসই নয় এবং বাতিল ও বাতিল করার যোগ্য।

১৫. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবং এখানে উপরে বর্ণিত কারণগুলির জন্য, আপিল অনুমোদিত। ২০১৫ সালের প্রথম আপিল নং, ২৪১-এ মধ্যপ্রদেশের উচ্চ আদালত দ্বারা গোয়ালিয়রে নং, ৪৬৫ রিভিউ পিটিশনে' গৃহীত উপরের বিতর্কিত আদেশটি এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে এবং

সেটাসাইড এবং ফলস্বরূপ ২০০৫ সালের প্রথম আপিল নং, ২৪১-এ গৃহীত রায় এবং আদেশের অনুচ্ছেদ ২০ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

কোন খরচ নেই।

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal